সহজ পাঠ

তৃতীয় ভাগ

≺ সার্থক জনম আমার (গান) ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) ____ মেলে তোমার ____
প্রথম আমার চোখ ____,
ওই ____ ____ রেখে
____ নয়ন শেষে।

উত্তর : ১। আঁখি, ২। আলো, ৩। জুড়ালো, ৪। আলোতেই, ৫। নয়ন, ৬। মুদব।

(খ) সার্থক ____ আমার
____ এই ____ ।
____ জনম ____,
তোমায় ____ ।

উত্তর : ১। জনম, ২। জন্মেছি, ৩। দেশে, ৪। সার্থক, ৫। মাগো, ৬। ভালোবেসে।

২। অর্থ লেখো।

সার্থক → সফল।
ধনরতন → ধনসম্পদ/মূল্যবান।
অঙ্গ → দেহ/শরীর।
ছায়া → কোন বস্তু দ্বারা আলো বাধাপ্রাপ্ত হলে যে প্রতিবিম্ব পড়ে।
আকুল → উতলা/ব্যাকুল।
গগন → আকাশ।
আঁখি → চোখ।
জুড়ালো → শীতল হলো/তৃপ্ত।
মুদব → বন্ধ করা।

৩। গদ্যরূপ লেখো।

জনম → জন্ম।
জুড়ায় → জুড়ানো।
ধনরতন → ধনরত্ন।
নয়ন → চোখ।

৫। সঠিক উত্তর (✓) চিহ্ন দাও।

১) সার্থক জনম আমার — কবিতাটি কার লেখা?

(ক) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (খ) কবি সুকুমার রায়।

২) কার ধনরতন থাকে?

(ক) রানির, (খ) কৃষকের।

৩) কার জনম সার্থক হয়েছে?

(ক) রানির, (খ) কবির।

৪) মুদব শব্দের অর্থ কি?

(ক) খোলা রাখব, (খ) বন্ধ রাখব।

উত্তর : ১) — (ক), ২) — (ক), ৩) — (খ), ৪) — (খ)।

≺ সর্দার মশাই ≻

১। শূন্যস্থান পুরণ করো।

(ক) গ্রামের বাইরে —— ভরা একটা বড়ো —— ছিল।
সেই গাছে যখন —— কচি —— বের হত, ——
লোকে সেই পাতা দিয়ে —— রেঁধে মনের সুখে —— ।

উত্তর : ১। ঘন পাতায়, ২। গাব গাছ, ৩। লাল লাল, ৪। পাতা, ৫। গাঁয়ের, ৬। তরকারি, ৭। খেত।

(খ) বাঁদরের যে _____ তাকে সবাই ডাকত _____ বলে।
সর্দার খুব _____। সে বলল, " _____ বেলা কোথাও
যাওয়া _____ শাস্ত্রের _____। তোমরা _____ বেরিয়ো না।

উত্তর : ১। দলপতি, ২। সর্দার, ৩। ভালো লোক, ৪। রাতের, ৫। বাঁদুরে, ৬। নিষেধ, ৭। রাত্রে।

(গ) সর্দার করলে কি _____ থেকে এক _____ খড় এনে _____ আগুনে
ধরিয়ে নিয়ে লাগিয়ে দিল _____ _____। ব্যস, বেধে গেল _____।

উত্তর : ১। গোয়াল, ২। আঁটি, ৩। উনুনের, ৪। ঘরের চালে, ৫। লঙ্কাকাণ্ড।

(ঘ) তখন গাঁয়ের _____ কাছে খবর ছুটল, _____ লেগেছে।
_____ গেল ঘুচে। যে যত জোরে পারল _____ গাঁয়ের দিকে।
_____ দেখতে _____ গাছের চারিদিক _____ খালি।

উত্তর : ১। লোকদের, ২। আগুন, ৩। বাঁদর-ঠেঙানো, ৪। দৌড় দিল, ৫। দেখতে, ৬। গাব, ৭। একেবারে।

২। সঠিক উত্তর (✓) চিহ্ন দাও।

১) তারা দিনের বেলা যেত —
(ক) বাজার করতে, (খ) কাজকর্ম করতে।

২) সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে —
(ক) ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প শোনাত, (খ) খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

৩) বনে থাকত —
(ক) মৌমাছি, প্রজাপতি, (খ) নানারকম পশু, রঙ-বেরঙের পাখি।

৪) পাহারাদারদের হাতে ছিল —
(ক) বর্শা, (খ) তীর-ধনুক।

৫) বাঁদরের যে দলপতি তাকে সবাই ডাকত —
(ক) সর্দার, (খ) দলপতি।

৬) ঘাবড়ে গিয়ে বাঁদরের দল কি করল —
(ক) গান শুরু করল, (খ) চেঁচামেচি আরম্ভ করল।

উত্তর : ১) — (খ), ২) — (ক), ৩) — (খ), ৪) — (খ), ৫) — (ক), ৬) — (খ)।

≺ তালগাছ ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) তালগাছ

এক পায়ে _____

সব গাছ _____

_____ মারে আকাশে।

মনে সাধ,

_____ মেঘ _____ যায়,

_____ উড়ে যায় _____

কোথা পাবে _____ সে!

উত্তর : ১।দাঁড়িয়ে, ২।ছাড়িয়ে, ৩।উঁকি, ৪।কালো, ৫।ফুঁড়ে, ৬।একেবারে, ৭।পাখা।

(খ) সারাদিন _____ থথর

কাঁপে পাতা _____,

_____ যেন ভাবে ও _____

মনেমনে _____ বেড়িয়ে

তারাদের _____

যেন _____ যাবে ও।

উত্তর : ১।ঝরঝর, ২।পত্তর, ৩।ওড়ে, ৪।আকাশেতে, ৫।এড়িয়ে, ৬।কোথা।

< বর্বর >

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) বর এসেছে বীরের ____ ,
বিয়ের ____ আটটা
পিতল ____ লাঠি ____ ,
গালেতে ____ ।

উত্তর : ১।ছাঁদে, ২।লগ্ন, ৩।আঁটা, ৪।কাঁধে, ৫।গালপাট্টা।

(খ) ____ সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
____ যখন ____ জমে
____ নাচ নাচের ____
মাথায় মারলে ____ ।

উত্তর : ১।শ্যালীর, ২।আলাপ, ৩।উঠল, ৪।রায়বেঁশে, ৫।ঝোঁকে, ৬।গাঁট্টা।

২। অর্থ লেখো।

ছাঁদে → ভঙ্গি বা প্রকার।
লগ্ন → রাশি উদয়কাল, শুভসময়।
গালপাট্টা → দুই গাল জোড়া দাড়ি।
রায়বেশে নাচ → লাঠি নিয়ে নাচ
গাঁট্টা → মুষ্টিকৃত হাতের আঙুলসমূহ।
ঠাট্টা → রঙ্গ রসিকতা।

এক কথায় উত্তর দাও।

১। বর কোথায় এসেছে?

উত্তর : বীরের ছাঁদে।

২। বিয়ের লগ্ন কটায়?

উত্তর : আটটায়।

৩। কাঁধে কিসের লাঠি? গালে কি?

উত্তর : পিতল আঁটা। গালপাট্টা।

৪। কার সঙ্গে ক্রমে আলাপ জমে উঠল?

উত্তর : শ্যালীর সঙ্গে।

৫। কোন্ নাচ হচ্ছে?

উত্তর : রায়বেঁশে নাচ।

৬। শ্বশুর কার শোকে কাঁদে?

উত্তর : মেয়ের শোকে।

≺ গণ্ডার-শিকার ≻

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১। 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার' —কারা, কখন একথা বলে?

উত্তর : খুব বড়ো কাজ করে এলে আমরা একথা বলি।

২। গণ্ডার শিকারের প্রধান বিপদ কি?

উত্তর : গণ্ডারের গোঁ। একবার চাপলে কাছে যায় সাধ্য কার।

৩। ভালো শিকারি গণ্ডারের কোথায় গুলি করে?

উত্তর : গণ্ডারের মাথায় দু-চোখের মাঝখানে অথবা তার ঘাড়ে।

৪। ভারতীয় গণ্ডারের খড়্গ কয়টি?

উত্তর : একটি।

৫। আফ্রিকার গণ্ডারের খড়্গ কয়টি?

উত্তর : দুটি।

৬। গণ্ডারের খড়্গ কি দিয়ে তৈরি?

উত্তর : আগাগোড়া লোম দিয়ে তৈরি।

৭। লোমগুলি আছে পরস্পরের গায়ে মিশে অত্যন্ত আঁট হয়ে। তাতেই শক্ত হয়েছে কিসের মতো?

উত্তর : হাড়ের মতো।

৮। গণ্ডারের চামড়া কেমন?

উত্তর : যেমন শক্ত, তেমনি পুরু চামড়া। যা অন্য কোনো জন্তুর নেই।

৯। কারা গণ্ডার শিকার করে?

উত্তর : আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা।

১০। আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা কি জন্য গণ্ডার শিকার করে?

উত্তর : চামড়া আর মাংসের লোভে।

১১। গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে তারা কি তৈরি করে?

উত্তর : তলোয়ারের বাঁট তৈরি করে।

১২। আফ্রিকার অসভ্যেরা গণ্ডার শিকার করে কেমন করে?

উত্তর : তীর ধনুক ও বর্শাই তাদের প্রধান অস্ত্র।

১৩। গণ্ডার ফাঁদে পড়লে কি করে?

উত্তর : তারা হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে ছুটে আসে।

১৪। গণ্ডার মারা গেলে শিকারির দল কি করে?

উত্তর : দা-কুড়ুল নিয়ে শিকারির দল লেগে যায় মাংস কাটতে।

১৫। কি দিয়ে মস্ত ভোজ হয়?

উত্তর : আগুনে ঝলসানো গণ্ডারের মাংস দিয়ে।

শহুরে ইঁদুর ও গেঁয়ো ইঁদুর

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১। 'অনেক দিন আমার বন্ধুকে দেখিনি.....' একথা কে ভাবল?

উত্তর : গেঁয়ো ইঁদুর।

২। গেঁয়ো ইঁদুর কোথায় থাকত?

উত্তর : এক গেরস্থের গোলাবাড়িতে।

৩। গেরস্থ বাড়ির উঠানের এককোণে কি গাছ ছিল?

উত্তর : আমলকি গাছ ছিল।

৪। আমলকি গাছে কে থাকত?

উত্তর : একটা বুলবুলি পাখি থাকত।

৫। গেঁয়ো ইঁদুর বন্ধু শহুরে ইঁদুরকে চিঠি পাঠাতে কার সাহায্য নিল?

উত্তর : একটি বুলবুলি পাখির সাহায্য নিল।

৬। গেঁয়ো ইঁদুর বন্ধুর জন্য কি কি জোগাড় করল?

উত্তর : দু-তিন রকমের কলাই, হরেক রকমের ডাল, ভুট্টা, দু-চার টুকরো পুরোনো পিঠে, কয়েকটি বাদাম।

৭। শহুরে ইঁদুর কখন এল?

উত্তর : রাত আটটা-নটার সময় এল।

৮। বন্ধুকে গেঁয়ো ইঁদুর কোথায় বসতে দিল?

উত্তর : একখানা সুন্দর কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসতে দিল।

৯। দুই বন্ধু কখন গ্রাম থেকে বেরুল এবং শহরে কখন পৌছালো?

উত্তর : দুই বন্ধু সন্ধ্যার সময় গ্রাম থেকে রওনা দিল। রাত প্রায় একটায় তারা শহরে পৌছালো।

১০। গ্রামের বন্ধুকে তার থাকার প্রাসাদ দেখালে গ্রামের বন্ধু কি বললো?

উত্তর : চমৎকার।

১১। শহুরে ইঁদুর গেঁয়ো ইঁদুরকে খাবার ঘরে কোথায় বসতে দিল?

উত্তর : গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

১২। শহুরে ইঁদুর বন্ধুকে কি কি খেতে দিল?

উত্তর : চপ-কাটলেট থেকে শুরু করে আইসক্রিম-সন্দেশ কোনো জিনিসই বাদ দেয়নি।

১৩। খাওয়ার ঘরে কারা ঢুকলো?

উত্তর : তিন-চারজন লোক, সঙ্গে একটা কুকুর।

১৪। তারা কোথা থেকে বাড়ি ফিরল?

উত্তর : থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরল।

১৫। কুকুরের গর্জনে ইঁদুর দুটি কোথায় লুকালো?

উত্তর : প্রাণের ভয়ে ইঁদুর দুটি কৌচ-এর নীচে ঢুকে প্রাণ বাঁচালো।

≺ শিশির কুয়াশা মেঘ ও বৃষ্টি ≻

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১। কিসের তাপে সমুদ্র নদী পুকুর এসব থেকে জল সব সময় বাষ্প হয়ে কোথায় মিশে যাচ্ছে?

উত্তর : সূর্যের তাপে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে।

২। হাওয়ায় কি মিশে আছে?

উত্তর : জলের বাষ্প মিশে আছে।

৩। এই জলীয় বাষ্প চোখে দেখতে পাই না কেন?

উত্তর : এই জলীয় বাষ্প একেবারে স্বচ্ছ তাই।

৪। শীতের রাতে ঘাসের উপর, গাছের পাতায় কি জমতে দেখি?

উত্তর : শিশির জমতে দেখি।

৫। কোন্ সময় মাটি খুবই ঠান্ডা হয়?

উত্তর : শীতকালে শেষরাত্রির দিকে।

৬। ঠান্ডা মাটির সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প কি হয়?

উত্তর : বাষ্প জমে জলকণায় পরিণত হয়।

৭। ঘাসে বা গাছের পাতায় জমা জলকণাকে আমরা কি বলি?

উত্তর : শিশির বলি।

৮। জলীয় বাষ্প ছোটো ছোটো জলের কণায় জমে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়, একে কি বলি?

উত্তর : কুয়াশা।

৯। জলীয় বাষ্প জলের কণায় জমে গিয়ে মাটির কাছে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। একে কি বলা হয়?

উত্তর : নিচু মেঘ বলা হয়।

১০। শুকনো হাওয়ার চেয়ে জলের বাষ্প কেমন?

উত্তর : হালকা।

১১। জল বাষ্প হলে কি হয়?

উত্তর : বাষ্প ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যায়।

≺ রবিবার ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) সোম মঙ্গল _____ সব আসে তাড়াতাড়ি
এদের ঘরে আছে বুঝি মস্ত _____ ?
_____ সে কেন মা গো, এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে _____ সে সকল _____ পরে।

উত্তর : ১। বুধ এরা, ২। হাওয়া-গাড়ি, ৩। রবিবার, ৪। পৌঁছায়, ৫। বারের।

(খ) সোম _____ বুধের যেন _____ সব হাঁড়ি
_____ সঙ্গে তাদের বিষম _____ ।
কিন্তু _____ রাতের শেষে _____ উঠি জেগে,
_____ মুখে দেখি _____ আছে লেগে।

উত্তর : ১। মঙ্গল, ২। মুখগুলো, ৩। ছোটো ছেলের, ৪। আড়াআড়ি, ৫। শনির, ৬। যেম্‌নি, ৭। রবিবারের, ৮। হাসিই।

২। এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) সোম, মঙ্গল, বুধের ঘরে কি আছে?

উত্তর : মস্ত হাওয়া-গাড়ি আছে।

(খ) আকাশ-পারে কার বাড়ি?

উত্তর : রবিবারের্ বাড়ি।

(গ) মায়ের মতো কে গরিব ঘরের মেয়ে? কেনো সে গরিব ঘরের মেয়ে?

উত্তর : রবিবার গরিব ঘরের মেয়ে। কারণ তার অন্যান্য বার-এর মতো মস্ত হাওয়া গাড়ি নেই।

(ঘ) কাদের বাড়ি ফেরার মন নেই?

উত্তর : সোম, মঙ্গল, বুধের বাড়ি ফেরার মন নেই।

(ঙ) ঘন্টাগুলো কত সময় পর বাজানো হয়?

উত্তর : ঘন্টাগুলো আধ ঘন্টা পর বাজানো হয়।

(চ) কাদের মুখগুলো হাঁড়ি?

উত্তর : সোম, মঙ্গল, বুধের মুখগুলো সব হাঁড়ি।

(ছ) বিষম আড়াআড়ি কাদের সঙ্গে?

উত্তর : ছোটো ছেলের সঙ্গে বিষম আড়াআড়ি।

(জ) যাবার বেলায় কে, মোদের মুখ চেয়ে কি করে?

উত্তর : রবিবার, মোদের মুখ চেয়ে কাঁদে।

≺ তেলে আর জলে ≻

দু-এক কথায় উত্তর দাও।

১। কার আমলে কোন্ শহরে এক মস্ত নামজাদা কাজী ছিলেন?

উত্তর : শের শা'র আমলে জৌনপুর শহরে কাজী ছিলেন।

২। সেকালে কাজী কি ছিলেন?

উত্তর : বিচারক ছিলেন।

৩। জৌনপুরের কাজীর নাম কি ছিল?

উত্তর : শেখ জালাল উদ্দীন।

৪। প্রতি সন্ধ্যায় নামাজের পর জালাল উদ্দীন কি করতেন?

উত্তর : শহরের অলিতে গলিতে বেড়াতে বেরোতেন।

৫। জালালউদ্দীন যে পথে যেতেন সে পথ মাড়তে কারা ভয় পেতো?

উত্তর : চোর-জোচ্চর ভয় পেতো।

৬। জালাল বাজারের রাস্তায় কি চড়ে যান?

উত্তর : তাঞ্জাম চড়ে।

৭। ছোটো ছেলেটি এক ভাঁড় তেল বেচে ক-পয়সা পেয়েছিল?

উত্তর : ন-টা পয়সা পেয়েছিল।

৮। ছেলেটি ঐ পয়সায় কি কিনে নিয়ে যাবে?

উত্তর : আটা কিনে নিয়ে যাবে।

৯। 'তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে'— কে, কাকে ধমক দিয়ে একথা বলেছিল?

উত্তর : ছেলেটিকে ধমক দিয়ে কাজী জালাল কথাগুলি বলেছিলেন।

১০। কাজীর আদালতে কার বিচার হবে?

উত্তর : একখণ্ড পাথরের বিচার হবে চুরির দায়ে।

১১। আদালত কাদের জন্য সরগরম?

উত্তর : সেপাই, পেয়াদা, উকিল, পেশকার, লোকজনে আদালত সরগরম।

১২। বিশ বার কোড়া মেরে পাথরের ছালচামড়া তুলে দেওয়ার নির্দেশ কে দিলেন?

উত্তর : কাজী দিলেন।

১৩। একজন পেয়াদা এক বাটি জল নিয়ে এলো কার হুকুমে?

উত্তর : কাজীর হুকুমে।

১৪। তৃতীয় লোকটি জলের বাটিতে পয়সা ফেলতে কাজি হেঁকে উঠলেন। এই বেটাই চোর। কি করে বুঝলেন?

উত্তর : তেলমাখা পয়সা জলের বাটিতে ফেলতেই জলে তেল ভেসে উঠল।

১৫। কাজীর হুকুমে পেয়াদা তৃতীয় লোকটির পয়সার থলে উপুড় করে কি দেখল?

উত্তর : ঠিক আটটি পয়সা আছে— তেলচিটে।

১৬। 'খোদা আছেন স্বর্গপুরে/জালাল আছে জৌনপুরে'।— কারা, কার বুদ্ধির তারিফ করে একথা বলেছিল?

উত্তর : শহরের লোকেরা, কাজীর বুদ্ধির তারিফ করে একথা বলেছিল।

(খ) _____ খবর পেয়ে
আমায় দেখল _____ চেয়ে।
_____ না তো কিছু,
কেবল _____ করে নিচু
আপন _____ গিয়ে
সেদিন রইল _____ দিয়ে।

উত্তর : ১। সাজার, ২। কেবল, ৩। বললে, ৪। মুখটি, ৫। ঘরে, ৬। আগল।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) কে সাজা দিয়েছিল?

উত্তর : এক রাজা।

(খ) ভোর রাতে কোথায় কি দেখতে গিয়েছিল?

উত্তর : ডালিম গাছে পিরভুর নাচ দেখতে গিয়েছিল।

(গ) সেদিন তার জন্য কি কি মানা হল?

উত্তর : পেয়ারা পাড়া, রথ দেখতে যাওয়া আর চিঁড়ের পুলি খাওয়া

(ঘ) সে কার কথা মানে?

উত্তর : রানীর কথা।

(ঙ) আপন ঘরে গিয়ে কি দিয়ে রইল?

উত্তর : আগল দিয়ে রইল।

(চ) সাজার সময় তার গলা ও চোখ দুটি কেমন?

উত্তর : সাজার সময় তার গলা ভাঙা ভাঙা আর চোখ দুটি রাঙা।

৩। পৃথিবীর উত্তর সীমায় কোন্ দেশ?

উত্তর : সুমেরু প্রদেশ।

৪। কোথায় সূর্য একটানা ছ-মাস দেখা দেয়, বাকি ছ-মাস দেখা যায় না?

উত্তর : সুমেরু প্রদেশে।

৫। সুমেরু প্রদেশে কোন্ কোন্ জীবজন্তু বাস করে?

উত্তর : সীল, সাদা ভালুক, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত জীবজন্তু।

৬। সুমেরু প্রদেশের একটি অংশের নাম কি?

উত্তর : গ্রীনল্যান্ড।

৭। গ্রীনল্যান্ডে বেশিরভাগ লোক কি?

উত্তর : এস্কিমো জাতের।

৮। এস্কিমোদের দেখতে কেমন?

উত্তর : অনেকটা ল্যাপচাদের মতো। লেপা-পোঁচা চেহারা, চ্যাপটা নাক ও নরুন-চেরা চোখ।

৯। এস্কিমোদের পোশাক কেমন?

উত্তর : রোঁওয়াসুদ্ধ সীলের চামড়ার জামা পাজামা, হাঁটু অবধি জুতো, মাথায় লোমের টুপি, হাতে চামড়ার দস্তানা।

১০। এস্কিমোরা কি খেয়ে থাকে?

উত্তর : মাছ-মাংস খেয়ে থাকে।

১১। এস্কিমোদের যাতায়াতের গাড়ির নাম কি?

উত্তর : স্লেজ।

১২। স্লেজ গাড়ি কারা টানে? তাদের দেখতে কেমন?

উত্তর : ও-দেশের কুকুর টানে। গায়ে তাদের ঘন লম্বা রোঁওয়া, ঝাঁকড়া লেজ।

১৩। এস্কিমোরা যে নৌকা চড়ে মাছ ধরে তার নাম কি?

উত্তর : কাইআক্।

১৪। ছেলেরা কি চড়ে মাছ ধরে?

উত্তর : কাইআক্ চড়ে মাছ ধরে।

১৫। বড়োরা কি শিকার করতে বেরোয়?

উত্তর : বর্শা হাতে সীল, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি শিকার করে।

১৬। সীল কিসের সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয়?

উত্তর : ফুসফুসের সাহায্যে নিঃশ্বাস নেয়।

১৭। এস্কিমোরা শীতের খাবার কিভাবে জোগাড় করে?

উত্তর : গ্রীষ্মকালে মাছ-মাংস রোদ্দুরে শুকিয়ে রাখে।

১৮। গ্রীষ্মে এস্কিমোরা কোথায় থাকে? তার নাম কি?

উত্তর : চামড়ার তৈরি তাঁবুতে থাকে। তার নাম টুপিক।

১৯। শীতে এস্কিমোরা কোথায় থাকে? তার নাম কি? সেটা দেখতে কেমন?

উত্তর : বরফের বাড়িতে থাকে। নাম ইগলু। দেখতে উপুড় করা বাটির মতো।

২০। বাড়ির ভিতর যে পাথরের প্রদীপ জ্বলে তার সলতে ও তেল কি থেকে তৈরি হয়?

উত্তর : সমুদ্রের শ্যাওলা দিয়ে সলতে তৈরি হয় আর সীলের চর্বি থেকে তেল মেলে।

২১। সুমেরু প্রদেশের বিচিত্র শোভা কি?

উত্তর : মেরুজ্যোতি।

২২। মেরুজ্যোতির প্রথমে কি দেখা দেয়?

উত্তর : একটু হলুদরঙা রামধনু।

২৩। মেরুজ্যোতির বিচিত্র আলোর নীচে এস্কিমোদের গ্রামকে কেমন দেখায়?

উত্তর : শ্বেতপাথরের তৈরি ঘুমন্ত মায়াপুরীর মতো।

২। দু-এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) 'নৌকাযাত্রা' কবিতাটি কার লেখা কোন বই থেকে গৃহীত?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'শিশু' বই থেকে গৃহীত হয়েছে।

(খ) নৌকাটি কোথায় বাঁধা আছে? তাতে কি আছে?

উত্তর : নৌকাটি রাজগঞ্জের ঘাটে বাঁধা আছে, তাতে পাট আছে।

(গ) কবিতার শিশুটি নৌকায় কটি পাল ও দাঁড় জুড়বে?

উত্তর : কবিতার শিশুটি নৌকায় পাঁচ-ছটা পাল ও একশোটা দাঁড় জুড়বে।

(ঘ) হাট কাকে বলে?

উত্তর : সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা গ্রামের বাজারকে হাট বলে।

(ঙ) শিশুটি কার নৌকা পেতে চায়? সে নৌকায় কোথায় যাবে?

উত্তর : শিশুটি মধু মাঝির নৌকা পেতে চায়। সে নৌকা করে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাবে।

(চ) সে সাথে কাকে কাকে নেবে?

উত্তর : সে তার সাথে আশু আর শ্যামকে নেবে।

৩। বিপরীত শব্দ লেখো।

বাঁধা — ছাড়া।

বোঝাই — খালি।

মিথ্যে — সত্যি।

সন্ধ্যে — সকালে।

দেশে — বিদেশে।

৪। অর্থ লেখো ।

দাঁড় → নৌকাকে জল কেটে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জিনিস।

পার → পেরিয়ে যাওয়া।

পাল → কাপড়ের তৈরি, হাওয়ার সাহায্যে নৌকা চালানো হয়।

কোণে → দুটি দেওয়াল একত্রিত স্থান।

মানিক → রত্ন বিশেষ।

৬। ঝর্ণার ধারে কার ঘর ছিল? কারা থাকত?

উত্তর : এক বাঘের ঘর ছিল। বাপ মা আর তাদের এক ছানা থাকত।

৭। এই বাঘরা কোন্ জাতের?

উত্তর : এরা ডোরাকাটা বাঘ নয়, গায়ে এদের চাকা চাকা দাগ।

৮। এই বাঘ বংশের একমাত্র শিশুর নাম কি ছিল?

উত্তর : কুলতিলক।

৯। কুলতিলক রোজ সকালে উঠেই কি করতো?

উত্তর : তার গায়ের তিলক গুনত।

১০। গায়ের তিলক গোনায় সে কোন্ আয়নার সাহায্য নিত?

উত্তর : ঝর্ণাই ছিল তার আয়না।

১১। কুলতিলক গুনে তার গায়ে কয়টি ফোঁটা পেয়েছিল?

উত্তর : সাতশো পঁচিশটা ফোঁটা পেয়েছিল।

১২। এক বাঘিনী কুলতিলকের আচরণ দেখে কি ভেবেছিল?

উত্তর : ছানাটি বে-আদব।

১৩। কুলতিলক ঘুরে ঘুরে বাঘিনীর গায়ে কয়টি ডোরা গুনেছিল?

উত্তর : পাঁচশো ষাটটি ডোরা গুনেছিল।

১৪। কার গায়ের তিলক গুনে শেষ করা যায় না?

উত্তর : বনের শেষে থাকা এক চিতার।

১৫। চিতা আর কুলতিলক দুজনের গায়ে কয়টি করে ফোঁটা দেখা গেল?

উত্তর : দুজনারই সাতশো পঁচিশ।

১৬। রাতে ঘুম নেই। দিনে ভাবনার আর পার নেই। খাওয়া কমে গেছে, দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি, কিছুই আর নেই।— কার এমন অবস্থা হয়েছে?

উত্তর : কুলতিলকের।

১৭। কুলতিলক বার বার তার গায়ের তিলক গুনছে কেন?

উত্তর : যদি একটা দাগ বাড়ে।

১৮। ঝর্ণার জল কেমন?

উত্তর : একেবারে কাঁচের মতো।

১৯। কুলতিলক মনের দুঃখে বনের গভীরে যাওয়ার পথে কারা মুচকি হেসেছিল?

উত্তর : সজারু, জিরাফ এরা সব হেসেছিল।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) বাঘটি কেমন? তার গায়ে কেমন দাগ?

উত্তর : মোটা কেঁদো বাঘ। তার গায়ে কালো কালো দাগ।

(খ) কোথায় পুঁটু কি ভানে?

উত্তর : ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে।

(গ) বাঘ পুঁটুর কাছে কি চাইল?

উত্তর : গ্লিসেরিন সোপ চাইল।

(ঘ) পুঁটু কি শেখেনি এবং সে জাতে কি?

উত্তর : পুঁটু ইংরেজি টিংরেজি শেখেনি। জাতে সে নিচু।

(ঙ) পুঁটুর গায়ের রং কেমন? সে কি মাখেনি?

উত্তর : পুঁটুর গায়ের রং কালো। সে গ্লিসেরিন সোপ মাখেনি।

(চ) পুঁটু কি? সে কার শিষ্য?

উত্তর : পুঁটু অস্পৃশ্য। সে মহাত্মা গাঁধিজির শিষ্য।

(ছ) বাঘ কি বলল? কোন পাড়ার বদনাম?

উত্তর : বাঘ বলল ছুঁস নে ছুঁস নে। বাঘনা পাড়ার বদনাম।

(জ) কার কোপে কি ঘুচে যাবে?

উত্তর : দেবী বাঘা চণ্ডীর কোপে বিবাহের আশা ঘুচে যাবে।

৩। বিপরীত শব্দ লেখো।

কালো — সাদা।
সমুখে — পিছনে।
আপন — পর।
ফুলিয়ে — চুপসিয়ে।
নিচু — উঁচু।
ঝুটো — সত্য।
হাসি — কান্না।
অস্পৃশ্য — স্পৃশ্য।
বদনাম — সুনাম।
আশা — নিরাশা।

৪। অর্থ লেখো।

কেঁদো → প্রকাণ্ড
বেহারা → পালকি বাহক
আয়না → এমন এক মসৃন তল যেখানে আলোর প্রতিফলন হয়।
দর্পন।
ঢেঁকিশাল → ঢেঁকি ঘর। যে ঘরে ঢেঁকি থাকে।
গ্লিসেরিন → স্বচ্ছ, রংহীন, আঠালো, মিষ্টি স্বাদযুক্ত জৈব রসায়ন।
কৃষ্টি → কর্ষণ, লাঙ্গল চালনা।
অস্পৃশ্য → অচ্ছুত, অশুচি।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) কেমন ভাবে চাষ করা হয়?

উত্তর : আনন্দে চাষ করা হয়।

(খ) কোথায় বেলা কাটে? কত সময়?

উত্তর : মাঠে মাঠে বেলা কাটে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

(গ) কি ভরে ওঠে কিসের গন্ধে?

উত্তর : বাতাস ভরে ওঠে। চষা মাটির গন্ধে।

(ঘ) কোন প্রাণের গানের লেখা কিভাবে দেখা দেয়?

উত্তর : সবুজ প্রাণের। রেখায় রেখায় দেখা দেয়।

(ঙ) তরুণ কবি কিসে মাতে?

উত্তর : নৃত্য-দোদুল ছন্দে মাতে।

(চ) কিসে পুলক ছোটে? কোন সময় সোনার রোদ মেলে?

উত্তর : ধানের শিষে। অঘ্রানে সোনার রোদ মেলে।

৩। বিপরীত শব্দ লেখো।

আনন্দে — দুঃখে।	হেসে — কেঁদে।
বেলা — অবেলা।	পূর্ণিমা — অমবস্যা।
রৌদ্র — মেঘলা।	দেখা — অদেখা।
তরুণ — প্রৌঢ়।	

৪। অর্থ লেখো।

চাষ → ভূমিকর্ষণ, কৃষিকর্ম।
বেলা → সময়।
ভ'রে ভ'রে → পূর্ণ হওয়া।
প্রাণ → জীবন
রেখা → একটি বিন্দুর চলার পথকে রেখা বলা হয়।
নৃত্য → নাচ।
দোদুল → দোলায়মান।
ধান → শস্য বিশেষ।
পুলক → রোমাঞ্চ, হর্ষ।
ধরা → ধরিত্রী, পৃথিবী।
অঘ্রাণ → বাংলা মাস বিশেষ। বাংলায় মাসের নাম।
পূর্ণিমা → পূর্ণ চন্দ্রের উদয়।

২। সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) আব্দুল মাঝির চেহারা কেমন?

উত্তর : আব্দুল মাঝির দাড়ি ছুঁচলো, গোঁফ কামানো এবং তার মাথা নেড়া।

(খ) আব্দুল লেখকের দাদাকে কোথা থেকে কি এনে দিত?

উত্তর : পদ্মা থেকে এনে দিত ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম।

(গ) কোন মাসে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়ে হঠাৎ কি এল?

উত্তর : চত্তির মাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসে, হঠাৎ কালবৈশাখী এল।

(ঘ) ঝড়ের সময় কে কোথায় উঠেছিল?

উত্তর : নেকড়ে বাঘ ওপারে গঞ্জের ঘাটের পাকুড়গাছে উঠেছিল।

(ঙ) নদীতে কি এসেছে, কোথায় ফিরতে হবে?

উত্তর : বান এসেছে। বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে।

(চ) বাঘের বাচ্চার গলার রশি বেঁধে আব্দুল কি করলো?

উত্তর : ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্চাকে দিয়ে গুণ টানিয়ে নিল বিশ ক্রোশ রাস্তা।

(ছ) বাঘের বাচ্চা কত সময়ে আব্দুলকে গন্তব্যে পৌঁছে দিল?

উত্তর : দশ-পনেরো ঘন্টার রাস্তা দেড় ঘন্টায় পৌঁছিয়ে দিল।

(জ) কে ডাঙায় বসে দা দিয়ে কি চাঁচছে?

উত্তর : কাঁচি বেদেনী ডাঙায় বসে দা দিয়ে বাঁখারি চাঁচছে।

(ঝ) নদী থেকে কুমির কার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে গেল?

উত্তর : নদী থেকে কুমির উঠে পাঁঠার ঠ্যাং ধরে জলে টেনে নিয়ে গেল।

(ঞ) বেদিনী ছাগলছানা বাঁচাতে কি করল?

উত্তর : লাফ দিয়ে উঠে বসল কুমিরের পিঠে। তারপর দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত ছাগলছানাকে ছেড়ে জলে ডুব দিল কুমিরটি।

৩। নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

চত্তির মাস → চৈত্র মাস।
ডিঙি → ছোটো নৌকা।
তুফান → প্রবল ঝড় বৃষ্টি।
গুণ → নৌকো টানার দড়ি।
ঠ্যাং → পা।
বিচ্ছিরি → বিশ্রী।
আও → চলে আসো।
রশি → দড়ি।
গঞ্জ → হাট।
কাছি → মোটা শক্ত দড়ি।

ভুলুরাম শর্মা

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) ____ কিনে বসে ____ কিনতে
____ ____ কিনা পারে না সে ____ ।
____ খেয়েছে যেই মাছওলা ____
____ কিনে বসে ____ তিন সের।

উত্তর : ১। কাঁকরোল, ২। কাঁচকলা, ৩। শাঁক-আলু, ৪। কচু, ৫। চিনতে, ৬। বকুনি, ৭। মিনসের, ৮। তাড়াতাড়ি, ৯। কামরাঙা।

(খ) বাবু বলে " ____ এতগুলো হবে কী?"
____ বলে, "কেন, আমি ____ তবে কি?
____ কিনছে যে ও-পাড়ার ____ ,
বুঝলেম ____ আছে এর ____ ।"

উত্তর : ১। কামরাঙা, ২। ভুলু, ৩। শুনি নাই, ৪। দেখলেম, ৫। সরকার, ৬। নিশ্চয়, ৭। দরকার।

(গ) বললে সে, "দোকানিকে যা করেছি ____
____ ফিরে নিতে করে নি টু ____ ।"
বাবু কয়, " ____ " টান দিয়ে ____ ।
____ বলে, "সে-কথাটা বল'নি তো ____ ।
এসেছি ____ ক'রে বাজারের ____
____ মাসি ছিল, হেসে খুন ____ ।"

উত্তর : ১। জব্দ, ২। ফলগুলো, ৩। শব্দ, ৪। টাকা কই, ৫। তামাকে, ৬। ভুলু, ৭। আমাকে, ৮। উজাড়, ৯। ঝুড়িটা, ১০। দোকানির, ১১। বুড়িটা।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) কে কটার সময় টেরিটি বাজারে গেল?

উত্তর : ভুলুরাম শর্মা পাঁচটার সময় টেরিটি বাজারে গেল।

(খ) ভুলুরাম কি কি কিনলো?

উত্তর : কাঁকরোল আর কামরাঙা কিনেছে।

৩। নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

ফর্মাশ → আদেশ, হুকুম

হিসাবের লিখনী → হিসাব লেখার উপকরণ বিশেষ।

শ্রাদ্ধ → পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে অতিথি ভোজনের অনুষ্ঠান।

মনিব → প্রভু, কর্তা।

হুকুম → আদেশ, আজ্ঞা।

খাদ্য → খাবার।

দোকানী → দোকানের মালিক।

দর্মা → বেতন, মজুরি।

জব্দ → নাকাল, লাঞ্ছিত।

মিনসে → পুরুষ মানুষ, পতি।

উজাড় → নিঃশেষ, শূন্য।

দরকার → প্রয়োজন, আবশ্যকতা।

৪। বিপরীত শব্দ লেখো ।

মনিব — ভৃত্য।

আজ্ঞি — কাহিল।

তাড়াতাড়ি — দেরি।

নিশ্চয় — সংশয়।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) কবি কুকুর ছানা হলে মা কি করতো?

উত্তর : মায়ের পাতের ভাতে পাছে মুখ দেয় সেই ভয়ে মা মানা করতো।

(খ) মা কি বলতো বলে কবির মনে হয়?

উত্তর : মা বলতো দূর দূর দূর, কোথা থেকে এল এই কুকুর।

(গ) কবি মাকে কি বলেছেন?

উত্তর : কোলের থেকে নামিয়ে দিতে বলেছেন। মায়ের হাতে এবং পাতে খাবেন না বলেও জানিয়েছেন।

(ঘ) কবি টিয়া পাখি হলে মা কি করতো?

উত্তর : উড়ে যাওয়ার ভয়ে পাখিটিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতো।

(ঙ) কবি মায়ের এমন ব্যবহারে কি করতে চান? আর কি বলেছেন?

উত্তর : মাকে নিষেধ করেছেন তাকে ভালোবাসতে। তাকে কোলের থেকে নামাতে বলেছেন, কারণ তিনি দুঃখে বনে চলে যেতে চান।

(চ) এখানে শিশুমনের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : কুকুর ছানা এবং টিয়া পাখি গৃহপালিত পশু। এদের সাথে শিশুর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের সাথে খারাপ ব্যবহারে শিশুও কষ্ট পায়। এদের সাথে শিশু সমব্যথী হয়ে ওঠে। শিশু মনস্তত্ত্বের এই দিকটি কবিতায় ধরা পড়েছে।

≺ মেঘমালা ≻

১। বিন্ধ্য পাহাড়ে মেঘেদের কি উৎসব?

উত্তর : বর্ষা উৎসব।

২। দলে দলে কালো মেঘ এসে কি করছে?

উত্তর : কারো হাতে বিদ্যুতের মশাল, কেউ বা গুরু গুরু শব্দে মাদল বাজাচ্ছে।

৩। মেঘলোকের রাজা কে?

উত্তর : অম্বুদ।

৪। বর্ষা উৎসবে কে নাচবে?

উত্তর : রাজকন্যা মেঘমালা।

৫। মেঘমালা কোথায় কি করছিল?

উত্তর : মহাসাগরের ঢেউয়ে দুলে দুলে সে তখন জলকেলি করছিল।

৬। বিন্ধ্য পাহাড়ে ফিরে মেঘমালা কি দেখল?

উত্তর : সব নিঝুম, বাতি নিভে গেছে।

৭। রাজসভায় কে কিভাবে বসে আছেন?

উত্তর : রাজা অম্বুদরাজ বসে আছেন। রাগে দুঃখে তাঁর চোখ লাল, মুখ গম্ভীর।

৮। রাজা মেঘমালাকে কি অভিশাপ দিলেন?

উত্তর : বরুণরাজার দ্বীপে মেঘমালা জেলের মেয়ে হয়ে জন্মাবে।

৯। গরিব জেলের ঘরে মেঘমালা জন্ম নিলে তার নাম কি হলো?

উত্তর : সাগরী।

১০। আষাঢ় মাসে তার বয়স কত বছর পূর্ণ হবে?

উত্তর : চোদ্দ বছর পূর্ণ হবে।

১১। কোন্ দিন ভোরে জেলে মাঝ সমুদ্রে গেছে মাছ ধরতে?

উত্তর : রবিবার ভোরে।

১২। কখন কাল-বোশেখির ঝড় উঠলো?

উত্তর : সাগরী ও তার মা যখন উঠোনে বসে জাল বুনছে তখন ঝড় উঠলো।

১৩। সিঁদুরে মেঘ কোথা থেকে হু হু করে দৈত্যের মতো ছুটে এল?

উত্তর : ঈশান কোণ থেকে।

১৪। ঝড় দেখে সবাই সাগর থেকে ফিরলেও কে ফিরল না?

উত্তর : সাগরীর বাবা।

১৫। সাগরীর বাবা যত ডাঙার দিকে এগোতে চায় ততই কে তার পথ আটকায়?

উত্তর : পাহাড়ের সমান উঁচু উঁচু ঢেউ।

১৬। বরুণ দ্বীপেরই রাজার ছেলের নাম কি?

উত্তর : অর্ণবকুমার।

১৭। অর্ণব বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিল কিসে চড়ে?

উত্তর : ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়ে।

১৮। রানীমার হুকুমে জেলেকে কি দেওয়া হল?

উত্তর : একটা মস্ত সাতমহলা বাড়ি।

১৯। সাতমহলা বাড়ির সিঁড়ি এবং দেওয়াল কেমন?

উত্তর : ঝিনুক দিয়ে তৈরি সিঁড়ি আর প্রবাল দিয়ে গাঁথা দেওয়াল।

৩। নীচের শব্দগুলির অর্থ লেখো ।

সাত-কুশি → সাত সংখ্যার ছোট।

জোদ্দার → ধনী কৃষক, বিস্তীর্ণ জমির মালিক।

মোড়ল → প্রধান ব্যক্তি, সর্দার।

ধানের গোলা → ধান রাখবার গোলাকার ঘর।

প্রকাণ্ড → অতি বৃহৎ, বিশাল।

ছমছম → ভয় বিশেষ, ভয়জনিত।

ছ-পণ → ছয়টি মূল্য বিশেষ।

কড়ি → এক ধরনের ছোট্ট সামদ্রিক শামুক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। শান্তিনিকেতনের আশ্রম কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
উত্তর : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কে?
উত্তর : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। দ্বারকানাথের অগাধ ঐশ্বর্যের জন্য তাকে কি বলা হত?
উত্তর : প্রিন্স বা রাজপুত্র বলা হত।

৪। দেবেন্দ্রনাথ কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১২২৪ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

৫। দেবেন্দ্রনাথের মায়ের নাম কি?
উত্তর : দিগম্বরী দেবী।

৬। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীর নাম কি?
উত্তর : অলকাসুন্দরী।

৭। শৈশব থেকেই দেবেন্দ্রনাথ কোথায় মানুষ?
উত্তর : ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ।

৮। দিদিমা কি বলে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে মারা গেলেন?
উত্তর : হরিবোল বলে।

৯। ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কেমন?
উত্তর : তিনি নিশ্চয় অনন্ত এবং সর্বশক্তিমান।

১০। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : রাজা রামমোহন রায়।

১১। যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স কত?

উত্তর : ছাব্বিশ বছর বয়স।

১২। কবে কার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ?

উত্তর : ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে।

১৩। দেবেন্দ্রনাথের সাথে কে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন?

উত্তর : ছোটভাই গিরীন্দ্রনাথ।

১৪। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে কেন উৎসব ও মেলা বসে?

উত্তর : মহর্ষির দীক্ষার কথা মনে রেখে ওই দিন উৎসব পালিত হয়।

১৫। প্রিন্স দ্বারকানাথ কবে মারা যান? কোথায়?

উত্তর : ১২৫৩ সালের শ্রাবণ মাসে। ইংলণ্ডে।

১৬। কোন্ কোম্পানিতে দ্বারকানাথের আট-আনা অংশীদারিত্ব ছিল?

উত্তর : 'কার ঠাকুর কোম্পানী'তে।

১৭। বিশাল সম্পত্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ আর কিসের উত্তরাধিকারী হলেন?

উত্তর : বিরাট ঋণের, প্রায় এক কোটি টাকা।

১৮। দেবেন্দ্রনাথের একে একে সর্বস্ব দান, এযুগে এটি কি?

উত্তর : বিশ্বজিৎ যজ্ঞ।

১৯। দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে ও চেষ্টায় কোন্ পত্রিকার জন্ম হয়?

উত্তর : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

২০। তত্ত্ববোধিনী সভা কার আগ্রহে জন্ম নেয়?

উত্তর : দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহে।

২১। কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করেছিলেন?

উত্তর : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২২। বাঙালি মাত্রেই দেবেন্দ্রনাথের নাম কাদের আগে স্মরণ করতে হবে?

উত্তর : অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের আগে।

২৩। দেবেন্দ্রনাথের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি মিলত কোথায়?

উত্তর : শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় উপাসনা করে।

২৪। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম কি?

উত্তর : দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ ভাগ

≺ আমি ভয় করবো না ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

—— বাইতে গেলে মাঝে মাঝে —— মেলে,
—— ব'লে —— ছেড়ে দিয়ে —— ধরব না।।
—— যা তাই —— হবে, মাথা তুলে —— ভবে,
—— পথে চলব —— —— 'পরে —— না।।

উত্তর : ১। তরীখানা, ২। তুফান, ৩। তাই, ৪। হাল, ৫। কান্নাকাটি, ৬। শক্ত, ৭। সাধতে, ৮। রইব, ৯। সহজ, ১০। ভেবে, ১১। পাঁকের, ১২। পড়ব।

২। দু-এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) তরীখানা বাইতে গেলে কি মেলে? তখন কবি কি করবেন না?

উত্তর : তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মধ্যেই তুফান মেলে। সেই সময় কবি হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করতে চান না।

(খ) কিসের সাধনা করে কিভাবে থাকবো? কোন পথে চলবো?

উত্তর : যা শক্ত তার সাধনা করে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে থাকবো। সহজ পথেই চলবো কোনো পাঁকের মধ্যে পড়ব না।

(গ) মাথায় কি রাখতে হবে? বিপদ এলে কি করবো না?

উত্তর : ধর্ম মাথায় রাখবো। বিপদ এলে ঘরের কোণে সরব না।

৩। শব্দের অর্থ লেখো।

তরী → নৌকা, তরণী।

তুফান → প্রবল ঝড় বাতাস।

হাল → আদিম কৃষিযন্ত্র, জমির মাটি তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

ভবে → সত্তা, স্থিতি, উৎপত্তি। এখানে পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত।

≺ কচ্ছপের কাণ্ড ≻

১। সরোবরে অনেকদিন ধরে কারা বাস করছিল?

উত্তর : দুটি হাঁস ও একটি কচ্ছপ।

২। সাঁতার কেটে টুপ টুপ ডুব দেয়, গুগলি খায় কারা?

উত্তর : হাঁস দুটি।

৩। হাঁসেরা যেদিন থাকে না সেদিন কচ্ছপের কি হয়?

উত্তর : সারাদিন একা একা, একেবারে হাঁপিয়ে পড়ে।

৪। হাঁসরা যে সরোবরে গিয়েছিল, সেখানে কি দেখে এসেছিল?

উত্তর : হাজার হাজার পদ্ম ফোটে, ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালী রঙের ছোটো মাছ ঘুরছে।

৫। গল্প বেশ জমে উঠেছে তখন কচ্ছপ চাপা গলায় কি বলল?

উত্তর : চুপ। পাড়ে লোক এসেছে।

৬। কচ্ছপ ভয় পেয়েছে কেন?

উত্তর : ওরা জেলে। কাল জাল ফেলার মতলব আঁটছে তাই ভয় পেয়েছে।

৭। কার মতো কচ্ছপকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে?

উত্তর : যদ্‌ভবিষ্যের মতো।

৮। এই সরোবরে কয়টি মাছ থাকতো? তাদের নাম কি?

উত্তর : তিনটি মাছ থাকতো। অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, যদ্‌ভবিষ্য।

৯। একটি কাঠের টুকরোর মাঝখানে কচ্ছপ কামড়ে ধরবে আর কাঠের দুদিক কামড়ে হাঁসরা উড়ে যাবে— এই বুদ্ধি কার?

উত্তর : সরোবরের কচ্ছপটির।

১০। 'ওরে দেখ দেখ, কী মজার কাণ্ড!' কারা চেঁচিয়ে উঠল?

উত্তর : একদল রাখাল।

১১। কাদের পিছনে কারা হাততালি দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটছে?

উত্তর : হাঁসেরা উড়ে চলেছে। তাদের পিছনে রাখালেরা ছুটছে।

১২। কচ্ছপটা পড়ে গেলে রাখালরা কি করবে?

উত্তর : রান্না করে ভোজ লাগিয়ে দেবে।

≺ কুঁড়েমি ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) "সময় ____ যায়"—

____ এ ____

____ ছিল ভুপু

মাথা রেখে ____ ।

____ ঘড়িটার

উপরেই ____ ,

____ ক'রে দিল

____ তার বন্ধ— ।

উত্তর : ১। চলেই, ২। নিত্য, ৩। নালিশে, ৪। উদ্‌বেগে, ৫। বালিশে, ৬। কব্‌জির, ৭। সন্দ, ৮। একদম, ৯। দম।

(খ) ঘড়ি করে ____ —

ভালাটার ____ ।

____ বুঝি ____

____ পালিশে।

____ প'ড়ে ____

দেয় ____ সে।

উত্তর : ১। ইঙ্গিত, ২। কাঁচটায়, ৩। রাত, ৪। ঝকঝকে, ৫। কুঁড়েমির, ৬। বিছানায়, ৭। তাই, ৮। হাততালি।

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) সময় কিভাবে চলে যায়? উদবেগে কে কি করছে?

উত্তর : নিত্য নালিশে সময় চলে যায়। মাথা বালিশে রেখে উদবেগে ছিল ভুপু।

(খ) কার উপর সন্দ করে কি বন্ধ করে দিল?

উত্তর : কবজির ঘড়ির উপর সন্দ করে দম বন্ধ করে দিল।

(গ) ভুপুরাম কি করে? ঝাঁ ঝাঁ রোদদুরের সময়ও তার ঘড়িতে কটা বেজে?

উত্তর : ভুপুরাম অবিরাম বিশ্রাম নেয়। ঝাঁ ঝাঁ রোদদুরের সময়েও ভুপুর ঘড়িতে ভোর পাঁচটা বেজে আছে। আসলে ঘড়িটাতো বন্ধ রয়েছে।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

নালিশ → অভিযোগ।
উদবেগ → উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা।
কবজি → হাতের কবজা, মণিবন্ধ।
সন্দ → অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস।
অবিরাম → যাহা থামে না, গতিময়।
বিশ্রাম → বিরাম, নিবৃত্তি।
ইঙ্গিত → ইশারা, সঙ্কেত।
কুঁড়েমি → অলসতা, জড়তা।

< উদ্ভিদ রাজ্য >

১। আমরা যে প্রাণী জগতে বাস করি তার কত ভাগ কি?

উত্তর : তার একভাগ জন্তুর, একভাগ উদ্ভিদের।

২। গাছপালাদের আমাদের মতো কি করে বাঁচতে হয়?

উত্তর : আহার করে।

৩। খাদ্য জোটাতে না পারলে কি হবে?

উত্তর : মারা পড়বে।

৪। যাদের প্রাণ আছে তাদের কি আছে?

উত্তর : বুদ্ধিও আছে।

৫। গাছপালার মধ্যে একদল আছে তাদের আয়ু কেমন?

উত্তর : কারো আয়ু কয়েকমাস বেশি। কেউ কেউ আবার হাজার দু-হাজার বছর বাঁচে।

৬। জন্তুরা কতদিন বাঁচে?

উত্তর : একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচে।

৭। কাদের মধ্য দিয়ে প্রাণধারা বয়ে যায়?

উত্তর : সন্তান-সন্ততিদের মধ্য দিয়ে।

৮। গাছপালা কিসের সাহায্যে বংশকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

উত্তর : ফুল-ফল ও বীজের সাহায্যে।

৯। বেশিরভাগ জন্তু কিভাবে আহার সংগ্রহ করে?

উত্তর : চলাফেরা করে।

১০। ডাঙর গাছ কি করে?

উত্তর : মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে দেয়।

১১। গাছ হাওয়া থেকে কি জোগাড় করে?

উত্তর : প্রধান প্রাণ পদার্থ।

১২। গাছ কোন্ দিকে তার পাতা মেলে?

উত্তর : আলোর দিকে।

১৩। গাছ নির্জীব আড়ষ্ট জিনিস নয়, তার মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা সবসময় কাজ করছে।— কারা প্রমাণ করেছেন?

উত্তর : বিজ্ঞানীরা।

১৪। কোন্ গাছের মধ্যে নড়াচড়া খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর : লজ্জাবতী লতা।

১৫। কোন্ কোন্ গাছ রাতে পাতা বুজিয়ে দেয়?

উত্তর : তেঁতুল, আমলকি, শিরীষ, বাবলা ইত্যাদি।

১৬। কোন্ ফুল দিনে পাপড়ি বোজায় আর রাত্রে মেলে?

উত্তর : শালুক ফুল।

১৭। কোন্ ফুল দিনে পাপড়ি মেলে আর রাত্রে বোজায়?

উত্তর : পদ্ম ফুল।

১৮। গাছের পাতায় কি আছে যা জন্তুর নেই?

উত্তর : একরকম সবুজ পদার্থ।

১৯। গাছের খাদ্য কোথায় তৈরি হয়?

উত্তর : গাছের পাতায়।

২০। পাতার সবুজ পদার্থ কিভাবে খাবার পরিপাকে সাহায্য করে?

উত্তর : সূর্যকিরণ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে।

≺ বাণী-বিনিময় ≻

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

(ক) মা, যদি তুই ____ হতিশ; আমি ____ গাছ,
তোর ____ মোর বিনি-কথায় হত ____ নাচ।
তোর ____ মোর ডালে ____ কেবল ____ থেকে
কতরকম ____ দিয়ে আমায় যেত ____ ।

উত্তর : ১। আকাশ, ২। চাঁপার, ৩। সাথে, ৪। কথার, ৫। হাওয়া, ৬। ভালে, ৭। থেকে, ৮। নাচন, ৯। ডেকে।

(খ) সেই হত তোর ____ বেলার ____ মতো—
____ ঘর ছেড়ে যায় পেরিয়ে ____ কত।
সেই আমারে বলে ____ কোথায়—
____ পারের দৈত্যপুরের ____ কথা।

উত্তর : ১। বাদল, ২। রূপকথাটির, ৩। রাজপুত্তুর, ৪। রাজ্য, ৫। যেত, ৬। আলেখ-লতা, ৭। সাগর, ৮। রাজকন্যার।

(গ) মা, তুই হতিস ____ , আমি সবুজ ____ ;
তোর হত মা, ____ হাসি আমার ____ নাচা;
তোর হত ____ , উপর থেকে নয়ন মেলে ____ ;
আমার হত ____ হাত তুলে গান ____ ।

উত্তর : ১। নীলবরণী, ২। কাঁচা, ৩। আলোর, ৪। পাতার, ৫। মা, ৬। চাওয়া, ৭। আঁকুবাঁকু, ৮। গাওয়া।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

নাচন → নৃত্য।

শিশির → নীহার।

টলমল → অস্থির ভাব, চঞ্চলতা।

ঝলমল → আলো বিচ্ছুরণের ভাব।

কুঁড়ি → ভ্রূণ অঙ্কুর, কলি, মুকুল।

বাদল → বৃষ্টি।

রূপকথা → অসম্ভবের রাজ্যের গল্প।

শিউরে → চমকে ওঠা, বিশেষ অনুভূতি।

আঁকুবাঁকু → উদ্বিগ্নতা, ব্যস্তভাব।

নীলবরণী → নীল বর্ণের পোষাক পড়নে যার।

মণিমালা → মণিময় হার।

৪। কে প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পান?

উত্তর : ইংরেজ যুবক চার্লস ফ্রিয়র এন্ড্রুজ।

৫। এন্ড্রুজ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কার্লাইল শহরে এক ধর্মনিষ্ঠ পাদ্রির পরিবারে এন্ড্রুজের জন্ম।

৬। এন্ড্রুজ বৃত্তির টাকায় কি করতেন?

উত্তর : নিজের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন, এমনকি ছোটো ছোটো ভাই বোনদের পড়াশুনার আংশিক ব্যয় মেটাতেন।

৭। এন্ড্রুজ পড়াশোনা ছাড়া আর কিসে পটু ছিলেন?

উত্তর : নৌকা-বাইচ, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধুলায় পটু ছিলেন।

৮। এন্ড্রুজ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর : কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

৯। এন্ড্রুজের জীবনের দুটি লক্ষ্য কি?

উত্তর : অচেনা, অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো আর যীশুখ্রিস্টের ধর্ম ও উপদেশ প্রচার।

১০। কে বনজঙ্গল পেরিয়ে বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে অচেনা অজানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতো?

উত্তর : ডেভিড লিভিংস্টোন।

১১। এন্ড্রুজ কোথায় অধ্যাপনা করার সুযোগ পান?

উত্তর : পেমব্রোক কলেজে।

১২। কিসের দীক্ষা নিয়ে এন্ড্রুজ কোথায় চলে এলেন?

উত্তর : ধর্মযাজকের দীক্ষা নিয়ে দিল্লির এক মিশনারি কলেজে চলে এলেন।

১৩। দিল্লি মিশনারি কলেজে এন্ড্রুজ কি পড়াতেন?

উত্তর : ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস।

১৪। এন্ড্রুজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কি করলেন?

উত্তর : ভারতের গরিব-দুখীদের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৫। এ দেশ থেকে দলে দলে কোথায় কুলি চালান করা হত?

উত্তর : দক্ষিণ-আফ্রিকায়।

১৬। এন্ড্রুজ কত সালে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করলেন?

উত্তর : ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

< দুর্মুখ >

১। পাখির দোকানটি কোথায়?

উত্তর : টেরিটিবাজারে।

২। দোকানের উপর মস্ত সাইনবোর্ডে কি লেখা?

উত্তর : গোপেশ্বর অ্যান্ড কোং।

৩। দোকানের এক কোণে থাকা ধবধবে কাকাতুয়াটির নাম কি?

উত্তর : দুর্মুখ।

৪। দুর্মুখ কেমন?

উত্তর : বেজায় সেয়ানা।

৫। গোপেশ্বর যখন হিসাব করছে তখন কে চেঁচিয়ে উঠল এবং কি বললো?

উত্তর : দুর্মুখ চেঁচালো। সে বললো গোঁপের রাজা গোপেশ্বর।

৬। গোপেশ্বরের দোকানের জিনিস কি ছিল?

উত্তর : জমকালো গোঁপজোড়া।

৭। গোপেশ্বরের জাঁকালো গোঁপজোড়া কি হল?

উত্তর : লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

৮। কাকাতুয়া কিনতে কে এল? গোপেশ্বর কত দাম পেল?

উত্তর : এই গাইয়ে ওস্তাদ এলো। তখন দাম পেল।

৯। গাইয়ে সকাল সন্ধে কি করতো?

উত্তর : বিকট গলায় চেঁচিয়ে সুর সাধত।

১০। 'বহুৎ আচ্ছা! কেয়াবাৎ! কামাল কিয়া!'— কারা বলছে?

উত্তর : গাইয়ের শাগরেদের দল।

১১। 'চুপ কর চেঁচাস নে।'— কে চেঁচিয়ে উঠল?

উত্তর : দুর্মুখ।

৫। চন্দ্রগুপ্তের ছেলের নাম কি?

উত্তর : বিন্দুসার।

৬। বিন্দুসারের ছেলের নাম কি?

উত্তর : অশোক।

৭। বিন্দুসারের কোন্ ছেলে গায়ের ও বুদ্ধির জোরে রাজসিংহাসন দখল করেছিল?

উত্তর : অশোক।

৮। অশোক প্রথমে কেমন ছিলেন?

উত্তর : নিষ্ঠুর আর খামখেয়ালী ছিলেন।

৯। অশোকের সুশ্রী চেহারা না থাকায় কে হাসি-তামাশা করেছিল? তার পরিণতি কি হয়েছিল?

উত্তর : অশোকেরই এক রানী। অশোক তাকে পুড়িয়ে মারেন।

১০। অশোক নিজেকে কার সমান মনে করতো?

উত্তর : ইন্দ্রের সমান মনে করতো।

১১। পাটলিপুত্রে অশোক যে চমৎকার বাড়ি তৈরি করলেন তার নাম কি দিলেন?

উত্তর : নরক।

১২। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অশোকের বাড়িতে এসে কি বললেন?

উত্তর : কারো প্রাণ নেওয়া অন্যায়, প্রাণীহত্যা মহাপাপ।

১৩। সন্ন্যাসীর উপদেশে অশোকের মন কোন্ দিকে টানল?

উত্তর : বৌদ্ধ ধর্মের দিকে টানল।

১৪। কিসের দিকে অশোকের ঝোঁক চেপে গেল?

উত্তর : রাজ্য বাড়াবার দিকে।

১৫। অশোক ভারতবর্ষের সব দেশ জয় করে কি হলেন?

উত্তর : রাজাদের রাজা অর্থাৎ সম্রাট হলেন।

১৬। অশোকের ছোটো ভাই কে? তিনি কি করলেন?

উত্তর : বীতশোক। তিনি সংসার ধর্ম ত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী হলেন।

১৭। অশোক চটে গিয়ে কি হুকুম দিলেন?

উত্তর : কাটো জৈনদের মাথা।

১৮। বীতশোক কি করেছিলেন?

উত্তর : নিজের মাথা কেটে সম্রাট অশোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

৩। পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে কোন্ মহাসমুদ্র আছে?

উত্তর : আটলান্টিক মহাসমুদ্র।

৪। আটলান্টিক মহাসমুদ্রের বুকে থাকা দেশটার নাম কি?

উত্তর : ট্রিসট্যান।

৫। ট্রিসট্যান দেশটি কি দিয়ে তৈরি?

উত্তর : আপাদমস্তক পাথর দিয়ে তৈরি।

৬। পাথরের গায়ে কি আছড়ে পড়ছে? কি মনে হচ্ছে?

উত্তর : সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। যেন লক্ষ লক্ষ অজগর সাপ ফণা তুলে কিলবিল করছে।

৭। ট্রিসট্যান দেশের সীমানা কতটা?

উত্তর : দেশটির চারপাশের সীমানা মাত্র সাতাশ মাইল।

৮। দেশটির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত কিসে আলোড়িত ও মুখরিত?

উত্তর : বাতাসের প্রতাপে আর সমুদ্রের গর্জনে।

৯। কে, কবে দ্বীপটি আবিষ্কার করেন?

উত্তর : একজন পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বীপটি আবিষ্কার করেন।

১০। কার নামে দ্বীপটির নাম হয়?

উত্তর : পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতির নাম ছিল ট্রিসট্যান ডা কুনহা। এর নামে দ্বীপটির নামকরণ হয়।

১১। কতদিন সেই দ্বীপে কোন্ মানুষ বসবাস করেনি?

উত্তর : তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে।

১২। কারা দেশটার লালন-পালন করতো?

উত্তর : সমুদ্র তার বাতাস আর ঢেউ দিয়ে আর আকাশ আলো মেঘ ও বৃষ্টি দিয়ে।

১৩। কত সালে কে এই দেশে এলো?

উত্তর : ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ল্যাম্বর্ট নামে একজন আমেরিকান।

১৪। ল্যাম্বর্ট কে ছিল? সে কি করত?

উত্তর : জলদস্যু ছিল। সে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত।

১৫। ল্যাম্বর্ট-এর সঙ্গে কি ছিল?

উত্তর : অনেক সোনারূপা ছিল।

৭। রাজকন্যা রাজার ছেলেকে কি খাওয়ালো?

উত্তর : ফুলের গেলাসে এক গ্লাস মধু খাওয়ালো।

৮। অচেনা জায়গায় ফুটফুটে সুন্দরী দেখে কে অবাক হল?

উত্তর : রাজপুত্র।

৯। "তোমার নাম জানি না, কিন্তু তুমিই আমাকে বাঁচালে।"—কে বললো?

উত্তর : রাজপুত্র বললো।

১০। পাখিরা তাদের কি এনে দেয়? কি শোনায়?

উত্তর : ফল জোগাড় করে এনে দেয়। সকাল-সন্ধ্যা গান শোনায়।

১১। কোন্ দেশের রাজার সঙ্গে রাজকন্যার বাবার যুদ্ধ হয়েছিল?

উত্তর : মরুদেশের রাজার সঙ্গে।

১২। মরুরাজ কাকে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিল? কেন?

উত্তর : রাজকন্যাকে। সে অতি সুন্দরী ছিল তাই।

১৩। মরুরাজের সৈন্যরা কি করল?

উত্তর : রাজকন্যাদের প্রাসাদ পুড়িয়ে দিল। তার বাবা-মাকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

১৪। সেই বিপদ থেকে কে রাজকন্যাকে বাইরের বনে একরাশ পলাশ ফুলের ভিতর লুকিয়ে রেখে এল?

উত্তর : এক পুরোনো দাসী।

১৫। কারা রাজকন্যাকে যত্ন করে দেখত?

উত্তর : পাখিরা।

১৬। রাজপুত্র সব শুনে কি ভাবতে লাগল?

উত্তর : এ যেন এক সত্যিকারের রূপকথা।

১৭। ফুলের দেশের রাজা ও রানীকে কে ফিরিয়ে আনবে?

উত্তর : রাজকুমার।

১৮। 'মরুদেশ সেই বনের কোন্ দিকে আর কত দূরে।'—কে, কাকে জিজ্ঞাসা করল?

উত্তর : রাজকুমার জানতে চাইল রাজকন্যার কাছে।

১৯। 'তুমি কিছুতেই সেখানে যেতে পাবে না?'— কে, কাকে বললো?

উত্তর : রাজকন্যা কথাগুলি বলেছিল রাজকুমারকে।

২০। রাজকুমারীর দু-চোখ দিয়ে কি ঝরতে লাগল?

উত্তর : ঝরঝরিয়ে জল ঝড়তে লাগল।

≺ চুম্বকের ব্যবহার ≻

১। মানুষ অনেক নতুন নতুন কথা জেনেছে, আর অনেক নতুন জিনিস বের করেছে কি করে?

উত্তর : বুদ্ধি খাটিয়ে।

২। যে সব জিনিস মানুষ কাজে লাগাচ্ছে, তেমনি একটি জিনিস কি?

উত্তর : চুম্বক।

৩। কার বেলায় জোর খাটানোর জিনিসটি চোখে দেখি না বলে অবাক হয়ে থাকি?

উত্তর : চুম্বকের বেলায়।

৪। আমরা আজকাল কোন্ জিনিস চারধারে দেখি?

উত্তর : বড়ো বড়ো ভীষণ ভারী লোহার জিনিস।

৫। কারখানায় যে বিরাট লোহার বোঝা ঝুলে ঝুলে এক পাশ থেকে অন্য পাশে যায় তার ওজন কত?

উত্তর : ন-শো কি হাজার মণ।

৬। লোহার পাহাড় অনায়াসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে কিভাবে?

উত্তর : একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের জোরে।

২। দু-এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) ঘাটের পথে বাঁশের শাখা কি করছে? আকাশ তলে কি বেজে উঠল?

উত্তর : বাঁশের শাখা ধড়ফড় করছে। আকাশ তলে বজ্রপাণির ডঙ্কা বেজে উঠল।

(খ) পুবের চরে কি দুলছে? আকাশখানা কিসে ছেয়েছে?

উত্তর : কাশের মাথা দুলছে। ঈশান কোণের উড়তি বালিতে আকাশ ছেয়েছে।

(গ) কারা কেন উড়ছে? তাদের কি পরিণতি হয়?

উত্তর : কাকগুলো উড়ছে প্রাণের ভয়ে। শেষ পর্যন্ত হার মেনে তারা মাটিতে আছাড় খেয়ে পরছে।

(ঘ) কে, কি মেলে কিসের মতো দিকদিগন্ত চমকায়?

উত্তর : বিজলী দাঁত মেলে ডাকিনীটার মতো চমকায়।

(ঙ) মাঝিকে লগি ঠেকা দিয়ে নৌকাটিকে কোথায় নিয়ে যেতে বলা হল?

উত্তর : যেখানে জলের শাখা, চখাচখীর বাস, এদিক-ওদিক পলিমাটি। যেখানে নতুন কাঁচা সবুজ ঘাসে ঘেরা। যেখানে চরের বালিতে কচ্ছপেরা রোদ পোহায়। সেখানে মাঝিকে নৌকা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

(চ) কবি নৌকা পাড়ে লাগিয়ে কি করতে চান? ভোরে তিনি কোথায় যাবেন?

উত্তর : নদীর চড়ে জেলেরা বাঁশ টাঙিয়ে জাল শুকাতে দেয়।

ডিঙির ছাদে বসে মাঝিরা পাল সেলাই করে। কবি সেখানে রাত কাটিয়ে রাঁধাবাড়া করতে চান। আজ আর তার কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। পরদিন ভোরে কাক ডাকতেই তিনি নৌকা ছেড়ে ইঁটেখোলার মেলায় পাড়ি দেবেন।

৩। নিচের শব্দগুলির অর্থ লেখো।

ধড়ফড় → তাড়াহুড়ো, অস্থিরতা।

বিজলী → বিদ্যুৎ, তড়িৎ।

ডাকিনী → কালিকার অনুচরী, পিশাচী।

বজ্রপাণি → ইন্দ্রদেবকে বোঝানো হয়েছে।

≺ কুকুর সম্বন্ধে দু-চার কথা ≻

১। ফুল ও ফলের চাষ যারা করে তারা কি বেছে নেয়?
উত্তর : বীজ বেছে নেয়।

২। বছরের পর বছর ফুল ও ফল কেমন হতে থাকে?
উত্তর : ক্রমেই ভালো হতে থাকে।

৩। নানা সময়ে নানা স্থানে কি পোষা আরম্ভ হয়েছিল?
উত্তর : নানা জাতের নেকড়ে।

৪। সে যুগে পোষা নেকড়েদের মধ্যে কাদের আলাদা করে নেওয়া হত?
উত্তর : যারা খুব দ্রুত দৌড়তে পারত।

৫। বাচ্চারা ক্রমে কি হয়ে উঠত?
উত্তর : বাপ-ঠাকুরদার চেয়ে দ্রুতগামী হয়ে উঠত।

৬। দ্রুতগামী নেকড়ে বা কুকুরদের কি নাম দেওয়া হল?
উত্তর : গ্রে হাউন্ড।

৭। হাজার হাজার বছর ধরে কারা স্বভাব ও কাজকর্ম বদলাতে থাকল?
উত্তর : পৃথিবীর মানুষ।

৮। পৃথিবীর মানুষ শিকারি থেকে কি হয়ে উঠল?
উত্তর : চাষি হয়ে উঠল।

৪। চাঁদ ও পৃথিবী দুই-ই কিসের থেকে আলো পায়?

উত্তর : সূর্য থেকে।

৫। সূর্য পৃথিবীর থেকে কতগুণ বড়?

উত্তর : প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়।

৬। কয়টি চাঁদকে একত্র করলে আয়তনে মোটামুটি পৃথিবীর সমান হবে?

উত্তর : পঞ্চাশটি চাঁদকে একত্র করলে।

৭। সূর্য আমাদের থেকে কত দূরে অবস্থান করছে?

উত্তর : প্রায় ন-কোটি মাইল দূরে।

৮। চাঁদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত?

উত্তর : প্রায় দু-লক্ষ মাইল।

৯। ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে চলে এমন একটি রেলগাড়িতে চড়ে চাঁদে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

উত্তর : প্রায় পাঁচ মাস।

১০। ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে চলে এমন রেলগাড়িতে চড়ে সূর্যে পৌঁছাতে কত দিন লাগবে?

উত্তর : প্রায় একশো পঁচাত্তর বছর।

১১। পৃথিবী ওজনে কতগুলি চাঁদের মত?

উত্তর : প্রায় একাশিটি চাঁদের মত।

১২। পৃথিবী সব জিনিস কোন্ দিকে টানছে?

উত্তর : আপন কেন্দ্রের দিকে।

১৩। পৃথিবীর নিজস্ব টানকে কি বলা হয়?

উত্তর : ওজন।

১৪। চাঁদের টান পৃথিবীর টানের কতভাগ?

উত্তর : ছ-ভাগের এক ভাগ।

১৫। পৃথিবীতে যে জিনিসের ওজন ছয় মণ, চাঁদে তার ওজন কত?

উত্তর : মাত্র এক মণ।

১৬। উঁচু লাফ প্রতিযোগিতায় যে ছেলে পৃথিবীতে লাফাতে পারে চার ফুট, চাঁদে সে কত লাফাবে?

উত্তর : চব্বিশ ফুট।

✪ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ✪

প্রাথমিক পরিচয়

প্রঃ সহজ পাঠ গ্রন্থটি কার রচনা? গ্রন্থটি ক-টি ভাগে বিভক্ত?

উঃ সহজ পাঠ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত— প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ।

প্রঃ সহজ পাঠ গ্রন্থের প্রকাশ কাল উল্লেখ করো।

উঃ সহজ পাঠ গ্রন্থটি ১৯৩০ খ্রি. লেখা হয়েছিল।

প্রঃ সহজ পাঠ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বা কারণ উল্লেখ করো।

উঃ শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকা তথা দেশের শিশুদের প্রাথমিক পুস্তকের অভা দূর করতে রবীন্দ্রনাথ সহজ পাঠ রচনা করেছিলেন।

প্রঃ সহজ পাঠের পূর্বে প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে জনপ্রিয়ত পুস্তকটির নাম লেখো।

উঃ সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) প্রকাশের ৭৫ বছর পূর্বে প্রকাশিত জনপ্রিয়তম শি পাঠ্যপুস্তক হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়'।

প্রঃ বর্ণপরিচয়ের মতো জনপ্রিয় গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সহজ পা লেখার কারণ কী ছিল বলে মনে হয়?

উঃ রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন বর্ণপরিচয়ে শিশুদের ভাষাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কি শিশু মন আনন্দিত হয় না। শিশুমনে আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই সহজ পাঠ রচনা করেছিলে রবীন্দ্রনাথ।

প্রঃ সহজ পাঠ এবং বর্ণপরিচয় লেখার মধ্যে কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে কি

উঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' যৌক্তিক পদ্ধতি (Logical Method)-ে লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি (Psychological Method) অবলম্বনে রচিত।

প্রঃ মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে 'সহজ পাঠ' রচনা করার বিশেষ কোনো কারণ ছি কী?

উঃ রবীন্দ্রনাথ শিশুদেরকে শিক্ষার কেন্দ্রে রাখার উদ্দেশ্যেই মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে সহজপাঠ রচনা করেন। কারণ এই পদ্ধতিতেই শিশুর ব্যক্তিগত রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ্যবিষয়ের নির্বাচন করা সম্ভব হয়।

প্রঃ সহজ পাঠে অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা কী ছিল?

উঃ সহজ পাঠে অক্ষর পরিচয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়'।

প্রঃ বর্ণপরিচয় এবং সহজ পাঠের প্রথম ভাগে স্বরবর্ণ সম্পর্কে কোন্ প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় এবং কী?

উঃ বর্ণপরিচয়ে ১২টি স্বরবর্ণের উল্লেখ থাকলেও সহজ পাঠে ১১টি স্বরবর্ণ লক্ষ্য করা যায়। ৯-এর স্থান সহজ পাঠে নেই।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথ শিশুদের বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন কী?

উঃ রবীন্দ্রনাথ বর্ণের উচ্চারণ শেখানোর জন্য সহজ ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি মূলত শিক্ষক ও শিশুর ওপর আস্থা রেখেছিলেন।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ রচনার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে শিক্ষাবিদরা কেমনভাবে উল্লেখ করেন?

উঃ রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ রচনার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method) কে শিক্ষাবিদরা 'সামগ্রিক পদ্ধতি' (Global Method) বলে মনে করেন।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি সহজ পাঠে ব্যবহৃত তাকে আধুনিক দৃষ্টিতে কোন্ পদ্ধতি বলা যায়?

উঃ সহজ পাঠের ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আখ্যানমূলক পদ্ধতি (Story Method) বলা যায়।

প্রঃ সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থটির অলংকরণ কে করেছিলেন?

উঃ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু সহজ পাঠ গ্রন্থের অলংকরণ করেছিলেন।

প্রঃ সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) গ্রন্থটি কি বর্তমানে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণীয়?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সহজ পাঠ বর্তমান সময়েও পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণীয়।

প্রঃ সহজ পাঠ (১ম ভাগ) গ্রন্থে মোট ক-টি পাঠ আছে?

উঃ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পরিচয় দানের পর সহজ পাঠ (১ম ভাগ) গ্রন্থে সর্বমোট দশটি পাঠ দেওয়া আছে। পাঠগুলি গদ্য ও পদ্যাকারে বিভক্ত।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগের গদ্যাংশগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কী?

উঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগের গদ্যাংশগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটি পাঠের মধ্যে গল্পের আভাস দিয়ে একটি ঘটনার সহজ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রঃ বর্ণপরিচয়ের গদ্যাংশ এবং সহজ পাঠ প্রথম ভাগের গদ্যাংশের একটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

উঃ বর্ণপরিচয়ের গদ্যাংশগুলির মতো সহজ পাঠে শব্দকে বাক্য থেকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। সহজ পাঠে বাক্যগুলিকে সম্পূর্ণ বর্ণনার অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পদ্যাংশগুলির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের পদ্যাংশগুলি সাধারণত ছন্দ প্রধান ও বর্ণনামূলক।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রায় প্রতি পাতায় ব্যবহৃত ছবিগুলি রঙিন না থাকার কারণ কী?

উঃ মনে করা হয় শিশুরা তাদের মনের রঙে, ছবিগুলিকে রাঙিয়ে নিতে পারবে। এজন্যই ছবিগুলি রঙিন করা হয়নি।

প্রঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগে মোট ক-টি পাঠ আছে?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থে গদ্য ও পদ্যাকারে মোট ১৩টি পাঠ আছে।

প্রঃ সহজ পাঠ গ্রন্থদুটির প্রথম প্রকাশক কে?

উঃ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ 'সহজ পাঠ' গ্রন্থদুটির প্রকাশক (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ১০মে)।

প্রঃ সহজ পাঠ গ্রন্থটির মুদ্রক ও প্রকাশক কে?

উঃ শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব জগদানন্দ রায় কর্তৃক গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগে উল্লিখিত স্বরবর্ণগুলির পরিচয় দাও।

উঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগে বর্ণশিক্ষার সূচনায় স্বরবর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও এবং ঔ এই ১১টি বর্ণ।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষার জন্য কোন্ কোন্ বর্ণের উল্লেখ আছে?

উঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগে ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ এবং ক্ষ এই ৩৩টি বর্ণের উল্লেখ আছে।

প্রঃ সহজ পাঠে কোন্ কোন্ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই অথচ বর্ণযোজনার ব্যবহার দেখা যায়।

উঃ সহজ পাঠে ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও বর্ণযোজনার ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার দেখা যায়।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগে ঁ ব্যবহার হয়েছে এমন দু-একটি শব্দের উল্লেখ করো।

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগে ঁ (চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহার হয়েছে এমন দু'-একটি শব্দ হল ধোঁয়া, কাঁদে, কিয়োঁ কিয়োঁ ইত্যাদি।

প্রঃ 'ন'-এর উচ্চারণ শিক্ষায় ব্যবহৃত শব্দটি কী? এর বর্তমান রূপটি কী?

উঃ 'ন'-এর উচ্চারণ শিক্ষায় ব্যবহৃত শব্দটি কক্ষনো।

বর্তমানে 'কক্ষনো' জায়গায় 'কখনো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের কোন্ পাঠের পদ্যকে রবীন্দ্রনাথ ছন্দ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের সপ্তম পাঠের 'কাল ছিল ডাল খালি,/আজ ফুলে ফুলে ভরে' পদ্যাংটিকে দুই ও তিন মাত্রায় বিন্যাস করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রঃ রবীন্দ্রনাথের মতে 'কাল ছিল ডাল খালি' শীর্ষক পদ্যাংশটি কোন্ মাত্রার তালে পড়লে ভালো হয়?

উঃ রবীন্দ্রনাথের মতে 'কাল ছিল ডাল খালি' শীর্ষক পদ্যাংশটি তিন মাত্রার তালে পড়লে ভালো হয়।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠের পদ্যাংশটিতে যে অন্ত্যমিল করা যায় সেটি কোন্ অলংকারের উদাহরণ?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠের পদ্যাংশটি অন্ত্যানুপ্রাস অলংকারের উদাহরণ।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠের গদ্যাংশটির মধ্য দিয়ে কোন্ বর্ণের ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের তৃতীয় পাঠের গদ্যাংশটির মধ্য দিয়ে 'আ' স্বরবর্ণের অর্থাৎ আ-কারের ব্যবহার শেখানো হয়েছে।

প্রঃ 'ই' কারের ব্যবহার সহজ পাঠের কোথায় লক্ষণীয়?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের চতুর্থ পাঠ গদ্যাংশে 'ই' কারের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের পঞ্চম পাঠের গদ্যাংশে কোন্ বর্ণের ব্যবহার শেখানো হয়েছে?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের পঞ্চম পাঠ গদ্যাংশে উ-কার -এর ব্যবহারিক উদাহরণ আছে।

প্রঃ 'এ' এবং 'ঐ'-কারের ব্যবহার সহজ পাঠের প্রথম ভাগে কোন্ অংশে লক্ষণীয়?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ পাঠ এবং সপ্তম পাঠে যথাক্রমে 'এ'কার এবং 'ঐ'-কার-এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রঃ সহজ পাঠ প্রথম ভাগের অষ্টম ও নবম পাঠে কোন্ বর্ণের ব্যবহার শেখানো হয়েছে?

উঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের অষ্টম পাঠে 'ও'-কার এবং নবম পাঠে 'ঔ'-কার -এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রঃ সহজ পাঠের প্রথম ভাগের কোন্ অংশে ঁ (চন্দ্রবিন্দুর) ব্যবহার লক্ষণীয়?

উঃ সহজপাঠ প্রথম ভাগের দশম পাঠের গদ্যাংশে ঁ (চন্দ্রবিন্দুর) ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রঃ 'ং' -এর ব্যবহার সহজ পাঠের কোন্ গদ্যাংশে অধিক?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠে 'ং' -এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

প্রঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে কোন্ বর্ণের ব্যবহার শেখানো হয়েছে?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে য-ফলা (্য) -এর ব্যবহার শেখানো হয়েছে।

প্রঃ 'হাট' কবিতাটি সহজ পাঠের কোন্ ভাগে আছে?

উঃ 'হাট' কবিতাটি সহজ পাঠ -এর দ্বিতীয়ভাগ গ্রন্থে রয়েছে।

প্রঃ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার সহজ পাঠের কোন্ কোন্ পাঠে বিদ্যমান?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ পাঠে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার লক্ষণীয়।

প্রঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে কোন্ কোন্ যুক্তবর্ণের ব্যবহার শেখানো হয়েছে?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠে যথাক্রমে 'ঙ্গ' এবং 'ম্প' -এর ব্যবহার শেখানো হয়েছে।

প্রঃ রেফ-কার (র্)-এর ব্যবহার সহজ পাঠের কোথায় লক্ষণীয়?

উঃ সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম পাঠ -এর গদ্যাংশে লক্ষ করা যায়।

প্রঃ কোন্ দিনে পাড়ার জঙ্গল সাফ করা হয়?

উঃ মঙ্গলবারে পাড়ার জঙ্গল সাফ করা হয়।

প্রঃ কারা জঙ্গল সাফ করার জন্য যাবে?

উঃ পাড়ার ছেলেরা দঙ্গল বেধে জঙ্গল সাফ করার জন্য যাবে।

প্রঃ জঙ্গল সাফ দেখতে কারা আসবেন?

উঃ জঙ্গল সাফ দেখতে আসবেন রঙ্গলালবাবু এবং তাঁর দাদা বঙ্গবাবু।

প্রঃ কাকে দৌড়ে অনঙ্গদাদার কাছে যেতে বলা হয়েছিল ও কেন?

উঃ সিঙ্গিকে দৌড়ে অনঙ্গদাদার কাছে যেতে বলা হয়েছিল। কারণ অনঙ্গদাদা বাবুদের মোটরগাড়ি করে নিয়ে আসবেন।

প্রঃ জঙ্গল সাফ করার জন্য কী কী উপকরণ বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন?

উঃ জঙ্গল সাফ করার জন্য কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি ইত্যাদির প্রয়োজন।

প্রঃ ভিঙ্গি মেথরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কারণ লেখো।

উঃ পঙ্গপাল তাড়ানোর জন্য ভিঙ্গি মেথরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

প্রঃ পঙ্গপাল কী কী ক্ষতি করেছে?

উঃ পঙ্গপাল এসে ক্ষিতিবাবুর খেতের ঘাস, অক্ষয়বাবুর বাগানের কপিপাতা সব সাঙ্গ করে দিয়েছে।

প্রঃ জঙ্গল সাফ করার কাজে দান করার ইঙ্গিত করেছিলেন কে?

উঃ ঈশানবাবু ইঙ্গিত করেছিলেন যে কিছু দান করবেন।

প্রঃ আনন্দবাবু কোথা থেকে কী জন্য আসছেন?

উঃ আনন্দবাবু চন্দননগর থেকে কথকের পাড়ার কাজ দেখতে আসছেন।

প্রঃ আনন্দবাবুর আতিথ্যের ভার কার ওপর পড়েছিল?

উঃ আনন্দবাবুর আতিথ্যের ভার পড়েছিল ইন্দুর ওপর।

প্রঃ আনন্দবাবুর ঘরের ফুলদানিতে কোন্ ফুল রাখার কথা?

উঃ আনন্দবাবুর ঘরের ফুলদানিতে আকন্দ এবং কুন্দফুল রাখার কথা।

প্রঃ আনন্দবাবুর শোওয়ার ঘরে তোরঙ্গ কে রাখবে?

উঃ আনন্দবাবুর শোওয়ার ঘরে তোরঙ্গ রাখবে রঙ্গু বেহারা।

প্রঃ সন্ধ্যার সময় আনন্দবাবুর ঘরে কীসের গন্ধ দেবার কথা ছিল?

উঃ সন্ধ্যার সময় আনন্দবাবুর ঘরে ধুনোর গন্ধ দেবার কথা ছিল।

প্রঃ আনন্দবাবুর পাশের ঘরে কে থাকবে? তাঁর সঙ্গে আর কি কথা?

উঃ আনন্দবাবুর পাশের ঘরে দীনবন্ধু থাকবে। তাঁর সঙ্গে সিন্ধুবাবুর আসার কথা

প্রঃ মালাচন্দন তৈরি রাখার দায়িত্ব কার ওপর?

উঃ বিন্দুর ওপর মালাচন্দন তৈরি রাখার দায়িত্ব ছিল।

প্রঃ বন্দেমাতরম গান গাইবে কে? তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কাকে কে কথা বলা হয়েছিল?

উঃ বন্দেমাতরম গান নন্দীর গাইবার কথা। অন্ধ গায়ককেও ডেকে আনার হয়েছিল।

প্রঃ বর্ষা নামার ফলে কী কী হয়েছিল?

উঃ বর্ষা নামার ফলে গরমের ভাব (গর্মি) কমে গিয়েছিল এবং মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমকানি চলছিল।

প্রঃ ঝরনার জল কোন্ পর্বতে বেড়ে উঠেছিল?

উঃ শিলং পর্বতে ঝরনার জল বেড়ে উঠেছিল।

প্রঃ কোন্ নদীর বন্যায় সর্ষে খেত ডুবে গিয়েছিল?

উঃ কর্ণফালি নদীর বন্যায় সর্ষে খেত ডুবে গিয়েছিল।

প্রঃ বন্যার কারণে কার আঙিনা জলমগ্ন হয়?

উঃ বন্যার কারণে দুর্গানাথের আঙিনা জলমগ্ন হয়। তার দর্মার বেড়া ভেঙে যায়।

প্রঃ এক হাঁটু পাকে কারা দাঁড়িয়েছিল?

উঃ বন্যার কারণে দুর্গানাথের গোরুগুলো এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়েছিল।

প্রঃ বর্ষার সময় কর্তাবাবুর সঙ্গে কাকে যেতে দেখা যায়?

উঃ বর্ষার সময় কর্তাবাবুর সঙ্গে তার আর্দালি তুর্কি মিঞাকে যেতে দেখা যায়।

প্রঃ বর্ষার জলে গর্ত ভরে কী হয়েছিল?

উঃ বর্ষার জলে গর্ত ভরে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হয়েছিল।

প্রঃ পুকুরপাড়ে কোন্‌গাছের বেড়া ছিল?

উঃ পুকুরপাড়ে জিয়লগাছের বেড়া ছিল।

প্রঃ কবি-কথক কোথায় বনবাসী হতে চেয়েছিলেন?

উঃ কবি-কথক পুকুর পাড়ে জিয়লগাছের বেড়ার ধারে বনবাসী হতে চেয়েছিলেন।

প্রঃ কবি-কথক মায়ের জন্য ছোট্ট কুঁড়েঘর কোথায় বাঁধতে চেয়েছিলেন?

উঃ কবি-কথক পুকুর পাড়ের ঝাউতলায় মায়ের জন্য ছোট্ট কুঁড়েঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন।

প্রঃ কবি-কথক মাকে কীভাবে আগলে রাখার কথা বলেছেন?

উঃ কবি-কথক দিনরাত্রি পাহারায় থেকে মাকে আগলে রাখার কথা বলেছেন।

প্রঃ কাদের ঝোপে ঝাড়ে উঁকি মারার কথা কথক জানিয়েছিলেন?

উঃ রাক্ষসদের ঝোপেঝাড়ে উঁকি মারার কথা কবি কথক জানিয়েছিলেন।

প্রঃ রাক্ষসরা কবি-কথককে কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে?

উঃ রাক্ষসরা কবি-কথককে ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।

প্রঃ বনের হরিণ ঘরের দ্বারে চলে আসবে কেন?

উঃ কবি-কথকের মা দরজার সামনে আঁচলে খই নিয়ে দাঁড়ালে বনের হরিণের দল সারি বেঁধে কাছে চলে আসবে।

প্রঃ 'লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে/পায়ের কাছে এসে'—কারা কার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে?

উঃ বনের হরিণেরা কবি-কথকের মায়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে।

প্রঃ কবি কথক হরিণদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন?

উঃ কবি কথক একটুও ভয় না পেয়ে হরিণদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবেন।

প্রঃ ময়ূর কোথায় নাচ দেখাতে আসবে?

উঃ ফলসাবনের গাছে যেখানে ফল ধরে মেঘ ঘনিয়ে আছে, সেখানে ময়ূর এসে নাচ

দেখিয়ে যাবে।

প্রঃ 'হাত থেকে ধান খাবে।'—হাত থেকে ধান কে খাবে?

উঃ কাঠবেড়ালি হাত থেকে ধান খেয়ে নেবে।

প্রঃ শ্রাবণমাসের বাদলায় কোথায় কথক ঝরনা দেখতে যাবেন? কাকে তিনি সঙ্গে নেবেন?

উঃ শ্রাবণ মাসের বাদলায় উস্রি নদীতে কথক ঝরনা দেখতে যাবেন। তিনি অনন্তরে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাছাড়া সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্রও সঙ্গে যাবে।

প্রঃ দু-দিনের ছুটিতে কলেজের ছাত্ররা কোথায় গেছে?

উঃ দু-দিনের ছুটিতে কলেজের ছাত্ররা কেউবা ত্রিবেণি, কেউবা আত্রাই গেছে।

প্রঃ উস্রিতে ঝরনা দেখতে যাওয়ার সময় পথে জল নামলে কথকরা কোথায় আশ্রয় নেবেন? তাদের সঙ্গে খাদ্যবস্তু কী ছিল?

উঃ উস্রিতে ঝরনা দেখতে যাওয়ার সময় পথে জল নামলে কথকরা মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেবেন।

কথকদের সঙ্গে সন্দেশ, পান্তোয়া, বোঁদে ইত্যাদি মিষ্টান্ন দ্রব্য ছিল।

প্রঃ ভোরবেলা কে পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিল? তাকে পান্তা কে খাইয়েছিল?

উঃ ভোরবেলা পান্তা খেয়ে বেরিয়েছিল কথকের চাকর কান্ত। কান্তকে তার বৌ ক্ষান্তমণি পান্তা খাইয়েছিল।

প্রঃ শরীর সুস্থ থাকলে শ্রীশ্রকে কোথায় গিয়ে কী কিনে আনতে বলা হয়েছিল?

উঃ শরীর সুস্থ থাকলে শ্রীশ্রকে বসন্তের দোকান থেকে খাস্তা কচুরি এবং পেস্তাবরফি কিনে আনতে বলা হয়েছিল। এছাড়া বাজার থেকে আস্ত কাতলা মাছ এবং ত্রিশটা আলু আনতে বলা হয়েছিল।

প্রঃ শ্রীশ বাজারে আলু না পেলে অন্য কোন্ সবজি আনতে পারে?

উঃ শ্রীশ বাজারে গিয়ে আলু না পেলে ওল ও আনতে পারে।

প্রঃ কবি-কথক সকালবেলা কীভাবে শহরের দিকে চলে যান?

উঃ কবি-কথক তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে রোজ সকালে শহরের দিকে চলে যান।

প্রঃ কবি কথক শহরের কাছাকাছি পৌঁছে কী কাজ করেন?

উঃ কবি কথক শহরের কাছাকাছি পৌঁছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ইঁট সাজিয়ে দেদার গড়েন।

প্রঃ কবি-কথক শহরে পৌঁছে কী কী শুনতে পান?

উঃ কবি-কথক শহরে পৌঁছে ছাত পিটানোর গান, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ, বাসনওয়ালার থালা বাজানো, আতাওয়ালার হাঁক ইত্যাদি শুনতে পান।

প্রঃ ছেলেরা ধুলো উড়িয়ে কখন বাসায় ছোটে?

উঃ ছেলেরা সাড়ে চারটের সময় ধুলো উড়িয়ে বাসায় ছুটে যায়।

প্রঃ দিনের শেষে কবি-কথক শহরে কী করেন?

উঃ দিনের শেষে ভারা থেকে নেমে এসে কবি-কথক নিজের গ্রামে ফিরে আসেন

প্রঃ আপিসটি কোথায় অবস্থিত?

উঃ আর্মানি গির্জার কাছে আপিসের অবস্থান।

প্রঃ আপিস যাওয়ায় মুশকিল হওয়ার কারণ কী?

উঃ পূর্বদিকের ইস্পাতের মতো কালো মেঘ এবং পশ্চিমদিকের ঘন নীল মেঘের কারণে আপিস যাওয়া কথকের কাছে মুশকিল হয়ে ওঠে।

প্রঃ ঠাকুরকে কথকের ঝোল রান্নায় কী দিতে মানা করা হয়েছিল?

উঃ ঠাকুরকে কথকের ঝোলে লঙ্কা না দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

প্রঃ কাকে কথকের অঙ্কের খাতাটা দোতলার ঘর থেকে আনতে বলা হয়েছিল?

উঃ বঙ্কিমকে কথকের অঙ্কের খাতাটা দোতলার ঘর থেকে আনতে বলা হয়েছিল।

প্রঃ খাতার পাতা কে ছিঁড়ে দিয়েছে?

উঃ কঙ্কা খাতার পাতা খেলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল।

প্রঃ বৃষ্টির সময় কাকে ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল?

উঃ বৃষ্টির সময় সৃষ্টিধরকে ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।

প্রঃ কাকে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকতে বলা হয়েছিল?

উঃ কেষ্টকে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকতে বলা হয়েছে।

প্রঃ মিষ্টি লজঞ্চুস কাকে আনার কথা বলা হয়েছে?

উঃ সঞ্জীবকে মিষ্টি লজঞ্চুস আনার কথা বলা হয়েছে।

প্রঃ ব্যাংগুলোকে তাড়ানোর কথা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল?

উঃ ব্যাংগুলোকে তাড়ানোর কথা তুষ্টুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল।

প্রঃ বৃষ্টির মধ্যে কে গান গাইতে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল?

উঃ বৃষ্টির মধ্যে বোষ্টমি গান গাইতে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

প্রঃ সেদিন ভোরে উঠে কবি-কথকের নজরে কী পড়েছিল?

উঃ সেদিন ভোরে উঠে কবি-কথকের নজরে এসেছিল বৃষ্টি বাদল শেষ হয়ে ঝিলমিলিয়ে রোদ উঠেছে।

প্রঃ তিনটে শালিককে কোথায় ঝগড়া করতে দেখা যায়?

উঃ তিনটে শালিককে রান্নাঘরের চালে ঝগড়া করতে দেখা যায়।

প্রঃ শীতের দুপুরে ছোট্ট মেয়েটি কী করছিল?

উঃ শীতের দুপুরে ছোট্ট মেয়েটি বেগুনি রঙের শাড়ি রোদ্দুরে দিচ্ছিল।

প্রঃ রাজার বাড়ির কোথায় থাকার কথা কবি-কথক ভেবেছিলেন?

উঃ তেপান্তরের পারে রাজার বাড়ি থাকার কথা কবি-কথক ভেবেছিলেন।

প্রঃ কবি-কথক কীভাবে কী উপায়ে রাজার বাড়ি যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন?

উঃ কবি-কথক পক্ষীরাজের ঘোড়া থাকলে তাতে লাগাম কষে তেপান্তরের পারে রাজার বাড়ি যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন।

প্রঃ রাজার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা কবি-কথক কার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন?

উঃ ব্যাঙমা-ব্যাঙমির কাছ থেকে কবি-কথক রাজার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।

প্রঃ অনেক রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে?

উঃ অনেক রাত্রে বাতাস দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

প্রঃ হুক্কাহুয়া করে কোথায় শিয়াল ডাকছিল?

উঃ হুক্কাহুয়া করে উল্লাপাড়ার মাঠে শিয়াল ডাকছিল।

প্রঃ কুকুর ও বিড়ালের ডাক শান্ত করার দায়িত্ব পড়েছিল কার ওপর?

উঃ কুকুর ও বিড়ালের ডাক শান্ত করার দায়িত্ব পড়েছিল উল্লাসের ওপর।

প্রঃ প্যাঁচা এবং ঝিল্লির ডাক শোনা গিয়েছিল কোথা থেকে?

উঃ অশ্বত্থ গাছ থেকে প্যাঁচা এবং উচ্ছের খেত থেকে ঝিল্লির ঝিঁঝিঁ ডাক শোনা গিয়েছিল

প্রঃ উল্লাসের ভয় কাটানোর জন্য কার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল?

উঃ উল্লাসের ভয় কাটানোর জন্য ভজ্জুর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল।

প্রঃ কথকের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে আসার জন্য কাকে ঘুম থেকে জাগানোর কথা বলা হয়েছে?

উঃ কথকের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে আসার জন্য বাঞ্ছাকে ঘুম থেকে জাগানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রঃ বিছানায় খুকির পাশে কার থাকার কথা ছিল?

উঃ বিছানায় খুকির পাশে রক্ষামণির থাকার কথা ছিল।

প্রঃ ঘাস ভিজে থাকার কী কারণের উল্লেখ আছে?

উঃ একপশলা বৃষ্টি ঘাস ভিজে থাকার কারণ বলে উল্লেখ আছে।

প্রঃ বারান্দা পরিষ্কারের দায়িত্ব কার? সকালে কারা এসে উপস্থিত হবেন?

উঃ বারান্দা পরিষ্কারের দায়িত্ব মণ্টুর ওপর সকালে রেভারেণ্ড এন্ডারসন এবং পণ্ডিত মশায়ের আসার কথা ছিল।

প্রঃ কুণ্ডুদের ঘড়িতে ক'টার ঘন্টা শোনা গেল?

উঃ কুণ্ডুদের ঘড়িতে ছ'টার ঘন্টা শোনা গেল।

প্রঃ পুবের কোণে মেঘের ফাঁকে কী জেগে ওঠে এবং কীভাবে?

উঃ পুবের কোণে মেঘের ফাঁকে অন্যমনে আকাশ জেগে ওঠে।

প্রঃ 'হাসায় খিলিখিলি'—হাসির অনুষঙ্গে কোন্ কোন্ গাছের নাম মনে আসে?

উঃ হাসির অনুষঙ্গে বাঁশ গাছ ও তেঁতুল গাছের নাম মনে আসে।

প্রঃ ঝুমকো ফুলের লতা ডালে ডালে কী নাচায়?

উঃ ঝুমকো ফুলের লতা হারিয়ে পাওয়া আলোকে ডালে ডালে নাচায়।

প্রঃ শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকাটি কার? তিনি কেমন দামে সেই নৌকা বিক্রি করেন?

উঃ শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকাটি ভক্তরামের। তিনি সস্তা দামে সেই নৌকা বিক্রি করেন।

প্রঃ ভক্তরামের নৌকা কে কিনে নেন?

উঃ ভক্তরামের নৌকা কিনে নেন শক্তিনাথবাবু।

প্রঃ শক্তিনাথবাবুর ভাইয়ের নাম কী? তাঁরা কোন্ পাড়ায় থাকেন?

উঃ শক্তিনাথবাবুর ভাইয়ের নাম মুক্তিনাথ। তাঁরা জেলেবস্তি পাড়ায় থাকেন।

প্রঃ অনেক রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে?

উঃ অনেক রাত্রে বাতাস দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল।

প্রঃ হুক্কাহুয়া করে কোথায় শিয়াল ডাকছিল?

উঃ হুক্কাহুয়া করে উল্লাপাড়ার মাঠে শিয়াল ডাকছিল।

প্রঃ কুকুর ও বিড়ালের ডাক শান্ত করার দায়িত্ব পড়েছিল কার ওপর?

উঃ কুকুর ও বিড়ালের ডাক শান্ত করার দায়িত্ব পড়েছিল উল্লাসের ওপর।

প্রঃ প্যাঁচা এবং ঝিল্লির ডাক শোনা গিয়েছিল কোথা থেকে?

উঃ অশ্বত্থ গাছ থেকে প্যাঁচা এবং উচ্ছের খেত থেকে ঝিল্লির ঝিঁঝি ডাক শোনা গিয়েছি

প্রঃ উল্লাসের ভয় কাটানোর জন্য কার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল?

উঃ উল্লাসের ভয় কাটানোর জন্য ভজ্জুর সাহায্য চাওয়া হয়েছিল।

প্রঃ কথকের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে আসার জন্য কাকে ঘুম থেকে জাগানোর কথা বলা হয়েছে?

উঃ কথকের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে আসার জন্য বাঞ্ছাকে ঘুম থেকে জাগানোর কথা বলা হয়েছে।

প্রঃ বিছানায় খুকির পাশে কার থাকার কথা ছিল?

উঃ বিছানায় খুকির পাশে রক্ষামণির থাকার কথা ছিল।

প্রঃ ঘাস ভিজে থাকার কী কারণের উল্লেখ আছে?

উঃ একপশলা বৃষ্টি ঘাস ভিজে থাকার কারণ বলে উল্লেখ আছে।

প্রঃ বারান্দা পরিষ্কারের দায়িত্ব কার? সকালে কারা এসে উপস্থিত হবে?

উঃ বারান্দা পরিষ্কারের দায়িত্ব মন্টুর ওপর সকালে রেভারেণ্ড এন্ডারসন এবং পণ্ডিত মশায়ের আসার কথা ছিল।

প্রঃ কুণ্ডুদের ঘড়িতে ক'টার ঘণ্টা শোনা গেল?

উঃ কুণ্ডুদের ঘড়িতে ছ'টার ঘণ্টা শোনা গেল।

প্রঃ পুবের কোণে মেঘের ফাঁকে কী জেগে ওঠে এবং কীভাবে?

উঃ পুবের কোণে মেঘের ফাঁকে অন্যমনে আকাশ জেগে ওঠে।

প্রঃ 'হাসায় খিলিখিলি'—হাসির অনুষঙ্গে কোন্ কোন্ গাছের নাম মনে আসে?

উঃ হাসির অনুষঙ্গে বাঁশ গাছ ও তেঁতুল গাছের নাম মনে আসে।

প্রঃ ঝুমকো ফুলের লতা ডালে ডালে কী নাচায়?

উঃ ঝুমকো ফুলের লতা হারিয়ে পাওয়া আলোকে ডালে ডালে নাচায়।

প্রঃ শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকাটি কার? তিনি কেমন দামে সেই নৌকা বিক্রি করেন?

উঃ শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি নৌকাটি ভক্তরামের। তিনি সস্তা দামে সেই নৌকা বিক্রি করেন।

প্রঃ ভক্তরামের নৌকা কে কিনে নেন?

উঃ ভক্তরামের নৌকা কিনে নেন শক্তিনাথবাবু।

প্রঃ শক্তিনাথবাবুর ভাইয়ের নাম কী? তাঁরা কোন্ পাড়ায় থাকেন?

উঃ শক্তিনাথবাবুর ভাইয়ের নাম মুক্তিনাথ। তাঁরা জেলেবস্তি পাড়ায় থাকেন।

প্রঃ 'চেয়ো দেখো, চেয়ে দেখো'—কে বলেছিল?

উঃ 'চেয়ো দেখো, চেয়ে দেখো' বলেছিল বিনু।

প্রঃ কলিকাতা কীভাবে চলেছিল?

উঃ কলিকাতা বরগা-কড়িতে ঠোকাঠুকি করে নড়তে নড়তে চলেছিল।

প্রঃ স্বপ্নে কলিকাতার জানলা-দরজার গতি কেমন ছিল?

উঃ স্বপ্নে কলিকাতার জানলা দরজা দুদ্দাড়ভাবে চলেছিল।

প্রঃ স্বপ্নে কলিকাতার রাস্তাকে কোন্ প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছিল? রাস্তার পিঠে কী পড়ছিল?

উঃ স্বপ্নে কলিকাতার রাস্তাকে অজগর সাপের সাথে তুলনা করা হয়েছিল।
তার পিঠে যেন ধুপধাপ করে ট্রামগাড়ি পড়ছিল।

প্রঃ ছাদের গায়ে কে মাথা কুটে মরে? দোকান বাজারের পরিস্থিতিই বা কেমন?

উঃ ছাদের গায়ে ছাদই মাথা কুটে মরে।
দোকান বাজার সব ওঠা নামা করতে থাকে।

প্রঃ হাওড়ার ব্রিজের চলা দেখে কী মনে হয়? তার পিছনে পিছনে কে যায়?

উঃ হাওড়ার ব্রিজের চলা দেখে মনে হয় যেন মস্ত একটা বিছে চলছে।
তার পিছনে পিছনে হ্যারিসন রোড চলে।

প্রঃ খ্যাপা হাতির সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছিল?

উঃ খ্যাপা হাতির সঙ্গে মনুমেন্টের তুলনা করা হয়েছিল।

প্রঃ 'শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি'—কার সম্পর্কে এই মন্তব্য?

উঃ মনুমেন্টের উচ্চতা এতটাই যে স্বপ্নে কবি ভেবেছেন যে খ্যাপা হাতি তার শুঁড়কে দোলাচ্ছে।

প্রঃ হনহন করে কাকে ছুটতে দেখা যায়? তার সঙ্গে আর কে কে ছোটে?

উঃ হনহন করে ছুটতে দেখা যায় কবি-কথকের স্কুলকে। তার সঙ্গে অঙ্কের বই ও ব্যাকরণ বইকে ছুটতে দেখা যায়।

প্রঃ দেয়ালে ম্যাপের ছটফটানি দেখে কবি-কথকের কী মনে হয়েছে?

উঃ দেয়ালে ম্যাপের ছটফটানি দেখে কবি-কথকের মনে হয়েছে যেন পাখিরা পাখার ঝাপটানি দিচ্ছে।

প্রঃ 'তবু থামে না যে'—কে থামে না?

উঃ কবি-কথক স্বপ্নে দেখেন স্কুলের ঘণ্টাগুলো সারাদিন ঢং ঢং করে বাজতেই থাকে।

প্রঃ চলার খেয়ালে কলিকাতা কারো কথা শোনেনা কেন?

উঃ কলিকাতার স্তম্ভে দেয়ালে নৃত্যের নেশা প্রকট থাকায় সে কারো কথা না শুনে আপন মনে চলতেই থাকে।

প্রঃ স্বপ্নে কবি কথক কলিকাতাকে ছুটে কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা ভেবেছেন?

উঃ কবি কথক স্বপ্নে ভেবেছেন কলিকাতা যদি ছুটে বোম্বাই, দিল্লি, লাহোর বা আগরা পৌঁছে যায় তবে তাঁর মজাই হবে।

প্রঃ গড় গড় করে কী হয়? জাহাজ কীভাবে বাঁধা পড়েছিল?

উঃ গড় গড় করে স্টিমারের নোঙরটি জলে ডুবে যায়।

জাহাজ বাঁধা পড়ে শিকলের ডোরে।

প্রঃ 'দুড়্দাড় করে এল দলে দলে ছুটে।'—কারা কোথায় দুড়্দাড় করে ছুটে এসেছিল?

উঃ স্টিমার ঘাটে এসে পৌঁছালে যাত্রীদের 'কুলি কুলি' ডাক শুনে দলে দলে মুটেরা ছুটে এসেছিল।

প্রঃ স্টিমার ঘাটে কাকে ভজন গান গাইতে শোনা গিয়েছিল? সে কী বাজাচ্ছিল?

উঃ অন্ধ গায়ক বেণি ঘাটে বসে ভজন গান গাইছিল।

সে গান গাইতে গাইতে হাঁড়ি বাজাচ্ছিল।

প্রঃ স্টিমার ঘাটে কাদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়?

উঃ স্টিমার ঘাটে যাত্রীদের আত্মীয়-স্বজনকে অপেক্ষা করে থাকতে দেখা যায়।

প্রঃ যাত্রীরা স্টীমার থেকে নেমে কীভাবে গন্তব্যস্থলে রওনা দিয়েছিল?

উঃ যাত্রীরা স্টিমার থেকে নেমে গোরুর গাড়ি, পালকি-ডুলি এবং ঘোড়াগাড়ি চেপে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে রওনা দিয়েছিল।

প্রঃ দূরে বাঁশবনে কার ডাক শোনা যায়?

উঃ দূরে বাঁশবনে শেয়ালের ডাক শোনা যায়।

প্রঃ উদ্ধব মণ্ডলের পরিচয় দাও।

উঃ উদ্ধব মণ্ডল জাতিতে সদ্গোপ। সে অত্যন্ত দরিদ্র তাই মজুরি করে অতিকষ্টে দিনযাপন করে।

প্রঃ উদ্ধব মণ্ডলের কন্যার নাম কী? তার কার সাথে বিবাহ স্থির হয়েছিল?

উঃ উদ্ধব মণ্ডলের কন্যার নাম নিস্তারিণী।

বটকৃষ্ণের সাথে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল।

প্রঃ নিস্তারিণীর বিবাহের তারিখটা উল্লেখ করো।

উঃ নিস্তারিণীর বিবাহের তারিখটি ছিল উনিশে জ্যৈষ্ঠ।

প্রঃ উদ্ধবের পাড়ার বড়ো পুকুরটির নাম কী? তার বর্তমান মালিক কে?

উঃ উদ্ধবের পাড়ার বড়ো পুকুরটির নাম পদ্মপুকুর।

বর্তমানে পুকুরটির মালিক ভূস্বামী দুর্লভবাবু।

প্রঃ পদ্মপুকুর কীজন্য জনপ্রিয় ছিল?

উঃ পাড়ার কোনো মানুষের বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে পদ্মপুকুর থেকে বিনা বাধায় মাছ ধরা যেত।

প্রঃ 'উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমতো জানত না।'— উদ্ধব কোন সংবাদ জানত না? না জানার দরুণ সে কী করেছিল?

উঃ উদ্ধব জানত না বর্তমানে পদ্মপুকুর থেকে বিনা বাধায় মাছ ধরা যায় না, কারণ সে স্বত্ব খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন জেলে নিয়ে রেখেছে।

সংবাদটি না জানার জন্য উদ্ধব শেষরাত্রে গিয়ে একটা বড়ো রুই মাছ ধরে বাড়িতে আনার উপক্রম করছিল।

প্রঃ 'এমন সময় বিঘ্ন ঘটল।'—কী ঘটনা ঘটেছিল?

উঃ উদ্ভব বড়ো রুই মাছ ধরে বাড়ি ফেরার সময় দুর্লভবাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস ও কয়েকজন জেলের নজরে পড়ে যায়। তারা উদ্ভবের কাছ থেকে মাছটি কেড়ে নেয়।

প্রঃ উদ্ভবকে দুর্লভবাবুর কাছে কে ধরে নিয়ে যায়?

উঃ ধনঞ্জয় পেয়াদা উদ্ভবকে দুর্লভবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যায়।

প্রঃ দুর্লভবাবু উদ্ভবের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন কেন?

উঃ দুর্লভবাবু জানতেন উদ্ভব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁকে অত্যাচারী বলে দুর্নাম করেছে তাই তিনি উদ্ভবের ওপর ক্রুদ্ধ ছিলেন।

প্রঃ মাছ চুরির অপরাধে উদ্ভবের কোন শাস্তি হয়েছিল?

উঃ মাছ চুরির অপরাধে দুর্লভবাবু উদ্ভবকে দশ টাকা আদায়ের দণ্ড দান করেছিলেন

প্রঃ উদ্ভবকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য কে কার শরণাপন্ন হয়েছিল?

উঃ উদ্ভবকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্ভবের স্ত্রী মোক্ষদা দুর্লভবাবুর দি কাত্যায়ণী ঠাকরুণের শরণাপন্ন হয়েছিল।

প্রঃ কাত্যায়ণী ঠাকরুণ কি উদ্ভবকে বাঁচাতে পেরেছিলেন?

উঃ কাত্যায়ণী ঠাকরুণ কৃত্তিবাসকে দশ টাকা দিয়ে উদ্ভবকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করেছি

প্রঃ নিস্তারিণীর বিবাহের দিনে কাত্যায়ণী ঠাকরুণ কী করেছিলেন?

উঃ নিস্তারিণীর বিবাহের দিন কাত্যায়ণী ঠাকরুণ বাহকদের দিয়ে উদ্ভবের বাড়িতে দই, সন্দেশ, শাড়ি ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন এবং নিজে এসে নিস্তারিণীকে উপহার হি সোনার হার ও একশো টাকা দিয়েছিলেন।

প্রঃ 'উদ্ভব এত সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না।'—কোন্ সৌভা কথা বলা হয়েছে?

উঃ উদ্ভবের মেয়ের বিয়েতে কাত্যায়ণী ঠাকরুণ নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন সৌভাগ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

প্রঃ পোড়ো মন্দিরখানা কোথায় ছিল? সেখানে কে বসবাস করত?

উঃ অঞ্জনা নদীর তীরে চন্দনী গাঁয়ে পোড়ো মন্দিরখানা ছিল।

সেখানে কুঞ্জবিহারী বসবাস করত।

প্রঃ কুঞ্জবিহারী কী কাজ করত? তার অন্নের সংস্থান কীভাবে হত?

উঃ কুঞ্জবিহারী একতারা বাজিয়ে গান গাইত।

গ্রামের জমিদার সঞ্জয় সেন তার খাবারের বন্দোবস্ত করেছিলেন।

প্রঃ কার দালানে বসে প্রত্যেকদিন সকালে কুঞ্জ গান গাইত?

উঃ সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালানে বসে কুঞ্জ প্রতিদিন সকালে গান গাইত।

প্রঃ কুঞ্জের গানের সঙ্গে কোন্ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি শোনা যেত?

উঃ কুঞ্জের গানের সঙ্গে খঞ্জনির ধ্বনি শোনা যেত।

প্রঃ কে কুঞ্জকে কম্বল দান করেছিল ও কেন?

উঃ সাতকড়ি ভঞ্জের পিসি কুঞ্জের গান শুনে খুশি হয়ে তাকে কম্বল দান করে

প্রঃ কম্বল ছাড়া কুঞ্জ পিসিমার কাছ থেকে আর কী কী পেয়েছিল?

উঃ কম্বল ছাড়া কুঞ্জ চিঁড়ে, মুড়কি, পিঠে পুলি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য পিসিমার কা